বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত®
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০৩, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৫, মার্চ ২০১৯

10th Bangladesh & 3rd SAANSO Scout Jamboree
08-14 March 2019
National Scout Training Centre, Mouchak, Gazipur

বিশেষ সংখ্যা

১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত®
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ ▪ সংখ্যা ০৩
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৫
মার্চ ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
probangladeshscouts@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

-কবি নির্মলেন্দু গুণ

পংক্তিগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কল্পনা করা হয়েছে কবিরূপে। কেননা তিনি বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার, স্বপ্ন ও অনুভূতির রূপকার। তাঁর বাঙালি হৃদয়ের আবেগপ্রবণ প্রকাশকে কবি সুলভই মনে হয়। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **"নিউজউইক"** পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

'৭১ এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রমনা রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মুখে বজ্রকণ্ঠে পাকিস্তানের বৈষম্য আর স্বৈরশাসন থেকে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। তাই মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে এক প্রেরণার অধ্যায়। তাঁর এই ভাষণের মধ্যেই সেদিন সূচিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। এরপর মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর দুই লাখেরও বেশি মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার জন্য এই আত্মত্যাগ খুব কম জাতিকেই দিতে হয়েছে। তাই স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের কাছে বয়ে আনে এক নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনা। সকল আত্মত্যাগী ও নির্যাতিতের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা!

মহান স্বাধীনতার এ মাসের ৮-১৪ তারিখ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। স্কাউটদের এই বৃহৎ মিলনমেলাকে স্মরণীয় করে রাখতে এবারের অগ্রদূত জাম্বুরীর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। জাম্বুরীর নানান তথ্য, উপাত্ত, স্মৃতি কথা, অভিজ্ঞতা, বিশেষ প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচারসহ নিয়মিত বিভাগসমূহ ছাপা হয়েছে এবারের সংখ্যায়।

আমরা বিশ্বাস করি অগ্রদূতের এবারের সংখ্যাটি পাঠক মনকে আন্দোলিত করবে সেই সাথে জাম্বুরীর স্মৃতিকে করে রাখবে অম্লান।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত

প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

Bangladesh Scouts

INBOX

January 2019

Bangladesh Scouts Greets PM

Bangladesh Scouts greeted Prime Minister Sheikh Hasina on January 02, 2019. The President Md. Abul Kalam Azad and Chief National Commissioner Dr. Md Mozammel Haque Khan . Bangladesh Scouts along with other Senior Officials went to Ganobhaban, the Office of Prime Minister, and felicitated her with flower bouquet. She became Prime Minister for the 3rd consecutive time, winning the 11th Parliamentary Elections of December 30, 2018.

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

মৌচাকে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো জাম্বুরী উদ্বোধন	৩
এক নজরে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী	৫
সমাচারের গল্প ও সম্পাদকের ভাষ্য	১০
জাম্বুরী মিডিয়া টীম প্রসঙ্গ	১১
সেবাই যাদের ধর্ম	১৩
গার্ল ইন স্কাউট এর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন	১৪
সাসটেইনেবল ডিভেলপমেন্ট ভিলেজ	১৫
তথ্য-প্রযুক্তি	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : পাহাড়ের রাণী দার্জিলিং ও ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা, ছড়া-কবিতা	২৮,২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩০
ভুতের রাস্তায় অভিযান	৩১
বাংলা চলচ্চিত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানাঃ bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগেঃ সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

মৌচাকে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো জাম্বুরী উদ্বোধন

"স্কাউটিংই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে"

– মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো: আব্দুল হামিদ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো: আব্দুল হামিদ গাজীপুরের মৌচাক এ অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে জাম্বুরী শুরু হলেও ১০ মার্চ ২০১৯ জাম্বুরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ১৪ মার্চ ২০১৯ সাংস্কৃতিক ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো (সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর ন্যাশনাল স্কাউট অর্গানাইজেশন) জাম্বুরী। এই জাম্বুরীতে দেশ-বিদেশের প্রায় ১২ হাজার স্কাউট ছেলে-মেয়ে, স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট বলেন, "স্কাউট আন্দোলন শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মানসিকতা তৈরিতে স্কাউটিং এর ভূমিকা অনন্য। স্কাউটরা সমাজ সেবামূলক কাজের পাশাপাশি দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে স্কাউটরা রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। বিশেষ করে শিশু কিশোর ও যুবদের মাদক, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিষবাষ্প থেকে নিরাপদ এবং দূরে রাখতে স্কাউটিং ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। কেবল স্কাউটিং-ই পারে ভবিষ্যত প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে।"

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকারের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। পেয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি। উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নতুন প্রজন্মকে দক্ষ ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দানের জন্য আগামী প্রজন্মকে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। স্কাউট সৃষ্টিকর্তা ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন

করতে এবং সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, জলবায়ু সংক্রান্ত জনসচেতনতা তৈরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা থেকে উদ্ধার কাজসহ বিভিন্ন দুর্যোগে স্কাউটরা সব সময় এগিয়ে আসে। অন্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশকে ভালোবেসে দেশ গড়ার কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী দিনে তোমরাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে। তোমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণ করবে, এই জন্য তোমাদের যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

এর আগে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জাম্বুরী ময়দানে পৌছালে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তাঁকে জাম্বুরীর স্কার্ফ, ব্যাজ, ওয়াগেল ও টুপি পড়িয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বয় স্কাউটস অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড্যান ওনবে ও ইংল্যান্ডের ফিলিপ রবার্টকে বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' প্রদান করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট।

জাম্বুরী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান ও জাম্বুরী সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি আখতারুজ জামান খান কবির।

রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এসময় স্কাউটদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং তাঁবু এলাকা ঘুরে দেখেন।

এক নজরে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী

'যোগ্য নেতৃত্ব উন্নত দেশ' এই থিমকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ৮ মার্চ, ২০১৯ থেকে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী শুরু হয়। ৭ মার্চ জাম্বুরী কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক এবং ৮ মার্চ স্কাউট দলসমূহ জাম্বুরী মাঠে পৌছায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরীর উদ্বোধন করেন।

জাম্বুরীতে বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা থেকে ১০৪৬ টি স্কাউট দলের ৮৩৬৮ জন স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট এবং ১০৪৬ জন ইউনিট লিডার অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ২০২ টি দলের ১৬১৬ জন গার্ল ইন স্কাউটের সদস্য এবং ২০২ জন মহিলা ইউনিট লিডার রয়েছেন। এছাড়াও ভারত-২৩৮, নেপাল-৯৬, মালদ্বীপ-২১, ভূটান-৮, শ্রীলংকা-৭, আফগানিস্থান-২, ব্রুনাই দারুস সালাম-১, আমেরিকা-২, ইংল্যান্ড-১ থেকে মোট ৩৭৭জন স্কাউট ও কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সেচ্ছাসেবকসহ ১২ হাজারের অধিক স্কাউট, গার্ল ইন স্কাউট, স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউটসের পরিচালক জে আর পাঙ্গিলিনান এই জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করেন।

জাম্বুরী চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আখতারুজ জামান খান কবির, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জাম্বুরী হচ্ছে স্কাউটদের মিলন মেলা। স্কাউটরা ০৭ দিন অবস্থান করে শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে। প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত চ্যালেঞ্জগুলো 'ভেঞ্চার' নামে অভিহিত করা হয়। মোট ১৪টি ভেঞ্চার ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে আকর্ষণীয়, উদ্দীপনামূলক, শিক্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক প্রোগ্রাম ভিলেজ, সাব ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়। জাম্বুরীর ১৪টি ভেঞ্চার যথাক্রমে, (১) ভোরের পাখি, (২) তাঁবু কলা, (৩) অবস্ট্যাকল, (৪) শিক্ষা সফর, (৫) হাইকিং, (৬) করি ও শিখি, (৭) পাইওনিয়ারিং ও প্রাথমিক প্রতিবিধান, (৮) এসডিজি ও জিডিভি, (৯) ফান এন্ড গেম, (১০) পাশের বাড়ী, (১১) ফেইথস এন্ড বিলিফস, (১২) সাধারণ জ্ঞান, (১৩) তাঁবু জলসা, (১৪) গ্রীন ডিবেট। এছাড়াও জাম্বুরী প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ভিলেজভিত্তিক তাঁবুজলসা, মহা তাঁবুজলসা, সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, টপ অ্যাচিভার'স গ্যাদারিং, উডব্যাজার'স গ্যাদারিং, রোভার ভলান্টিয়ার'স গ্যাদারিং।

বাঙালি জাতির পিতাকে বর্তমান

প্রজন্মের নিকট পরিচিত করার লক্ষে জাম্বুরীর মূল এরিনার নামকরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরিনা। জাম্বুরীতে ৪টি ভিলেজ ছিল। ৪টি ভিলেজের নামকরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঘনিষ্ট সহচর (১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, (২) তাজউদ্দীন আহমদ (৩) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও (৪) এ এইচ এম কামারুজ্জামান এর নামে।

৪টি ভিলেজের অধীনে ১২টি সাব ক্যাম্প কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে নামকরণ করা হয়: (১) রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, (২) কাজী নজরুল ইসলাম, (৩) মাইকেল মধুসূদন দত্ত, (৪) জসিম উদ্দীন, (৫) সুফিয়া কামাল, (৬) ইমরান নূর (৭) জীবনানন্দ দাশ, (৮) এম মহবুবুজ্জামান,(৯) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, (১০) হুমায়ুন আহমেদ, (১১) সৈয়দ শামসুল হক ও (১২) শামসুর রাহমান।

১১ মার্চ সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী ভিলেজে ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভিলেজ ক্যাম্প ফায়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মো. এনামুর রহমান, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. শাহ কামাল, সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী ভিলেজ ক্যাম্প ফায়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আবদুল করিম, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. আলমগীর, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১২ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ এবং এএইচএম কামারুজ্জামান ভিলেজে ক্যাম্প ফায়ার অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ ভিলেজ ক্যাম্প ফায়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরহাদ হোসেন, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফয়েজ আহম্মদ, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এএইচএম কামারুজ্জামান ভিলেজ ক্যাম্প ফায়ারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আকরাম আল হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩ মার্চ মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহা তাঁবুজলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দিপু মনি, এমপি, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও জাম্বুরী চিফ ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের সভাপতিত্বে মহা তাঁবুজলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ।

১১ মার্চ টপ অ্যাচিভার'স গ্যাদারিং এবং ১২ মার্চ উডব্যাজার'স গ্যাদারিং এর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ স্কাউটস।

১৪ মার্চ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় জাম্বুরীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরিনায় সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, এমপি, মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৫ মার্চ সকালে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ফিরে যায়।

ভেঞ্চার ১
ভোরের পাখি

পাখি সব করে রব
রাতি পোহাইলো...

কাক ডাকা ভোরে তরুণপ্রাণ স্কাউটদের কলরবে জেগে উঠে শিশির ভেজা সবুজ প্রান্তর। ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। ঘুমের আঁড়মোড়া ভেঙ্গে কেউ কেডসের ফিতা বাঁধছে, কেউবা শারিরিক কসরতের উপযোগী পোশাক পরছে। জাম্বুরী চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে বিপি'র ছয়টি পি-টি, এ্যারোবিক্স এবং ইয়োগায় নিয়মিত অংশ নিয়ে সুস্থ্য সবল ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে একটি সুন্দর দিন শুরু করার অনুপ্রেরণা পায়।

ভেঞ্চার ২
তাঁবু কলা

গুছিয়ে রাখি নিজের আবাস

স্কাউট ক্যাম্প মানেই তাঁবুতে রাত্রি যাপন করা। তাঁবু জীবন আনন্দময় ও আরামদায়ক করতে পুরো ক্যাম্প সময়টা সারাদিনের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষ করে স্কাউটরা আবার ফিরে আসে তাঁবুতে। এই অস্থায়ী আবাসে থাকার দিনগুলো আরো আনন্দঘন করতে তাঁবু এলাকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে স্কাউটরা। জাম্বুরীর সাতদিনের সংসারে স্কাউটরা নিজের ঘর নিজের মত করে সাজায়। তাঁবু ও তার আশপাশ গাছের ডাল-পালা, বাঁশ ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তারা নিজের মনের মত করে সাজিয়ে তোলে। প্রতিদিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, টার্ণ আপ, উপস্থিতি, পোশাক, স্মার্টনেস, দলীয় শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে পরিদর্শনকারীরা মূল্যায়ণ করেন। মূল্যায়ন শেষে প্রতিদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সাব-ক্যাম্প ভিত্তিক সেরাদের দেয়া হয় গৌরব পতাকা।

ভেঞ্চার ৩
অবস্ট্যাকল

স্কাউটদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রক ক্লাইম্বিং, স্পাইডার নেট, টায়ার পাসিং, এরিয়েল রানওয়ে, কমান্ডো ব্রিজ প্রভৃতি নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার সুযোগ প্রদান করা হয় এই ভেঞ্চারে। স্কাউটরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে ও দক্ষতার সাথে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে।

ভেঞ্চার ৪
শিক্ষা সফর

জাম্বুরীর একটি অন্যতম ভেঞ্চার হল "শিক্ষা সফর"। এই ভেঞ্চারে প্রতিদিন ১৪টি দোতলা বি.আর.টি.সি বাস স্কাউটদের শিক্ষা সফরে সাভার ও কালিয়াকৈর সীমান্ত এলাকার নন্দন পার্কে নিয়ে যায়। স্কাউটরা সেখানে বিভিন্ন রাইডে চড়ার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে। সারাদিন তারা সেখানে ঘুরে বিকালে আবার জাম্বুরী এলাকায় ফিরে আসে।

ভেঞ্চার ৫
হাইকিং

অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা স্কাউটদের একটি রোমাঞ্চকর ভেঞ্চার। এই ভেঞ্চারে তাদেরকে ফিল্ডবুক ও অনুসরক চিহ্ন অনুসরণ করে গহীন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুহা, টিলা ও নানা ধরনের বাধা অতিক্রম করে অজানা একটি স্থানে উপস্থিত হতে হয়। সেখানে কিছু কোড ভেঙে গোপন বার্তা উদ্ধার করতে হয়। স্কাউটরা এই ভেঞ্চারটিতে প্রচুর উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।

ভেঞ্চার ৬
করি ও শিখি

জাম্বুরীর একটি অন্যতম ভেঞ্চার ছিল করি ও শিখি। সায়েন্স প্রজেক্ট তৈরি, সম্পাদকের কাজ, পাইপ মিস্ত্রির কাজ, আইসিটি, দোভাষী, বাসার ছাদে বাগান করা, ট্রাফিক আইন, মডেল তৈরি, ট্রুপ মিটিং, খাবার সংরক্ষণ, বাংলাদেশের মানচিত্র ও পতাকা অংকন ইত্যাদি বিষয়ে স্কাউটরা দক্ষতা অর্জন করে।

ভেঞ্চার ৭
পাইওনিয়ারিং ও প্রাথমিক প্রতিবিধান

স্কাউটরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে এই ভেঞ্চারে অংশ নেয়। এই ভেঞ্চারে তারা লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে ইউনিট ভিত্তিক নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেয়। পাইওনিয়ারিংয়ে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল - পোল মাংকি ব্রীজ, ফ্লাগ পোল, ট্রাসেল, ট্রান্সপোর্টার তৈরি করতে পারা। প্রাথমিক প্রতিবিধানে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল- বিভিন্ন ব্যান্ডেজ বাঁধা ও রোগী বহন পদ্ধতিতে দক্ষতা প্রদর্শন। স্কাউটরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ভেঞ্চারে অংশগ্রহণ করে।

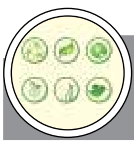

ভেঞ্চার ৮
এসডিভি

জাম্বুরী এলাকায় স্থাপন করা হয় সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (এসডিভি)। এ ভিলেজে ৫৪টি প্রদর্শনী স্টল স্থান করে নেয়। এসডিভি এরিনায় এসডিভির ১৭টি মৌলিক বিষয়ের উপর স্কাউটদের অবহিত করা হয়। সেই সাথে আয়োজকবৃন্দ উক্ত বিষয়ের উপর স্কাউটদের নানান কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর দেন। এসডিভি'র পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ু, তথ্য প্রযুক্তি, সমসাময়িক বিষয়াবলী, শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য, জেন্ডার ইস্যু, এইড্‌স, বিশ্ব পরিস্থিতি, সেনিটেশন, নিজ দেশের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ স্কাউটসের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসসহ ইত্যাদি বিষয়ে স্কাউটদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জিডিভি স্থাপিত হয়। এসকল স্টল পরিদর্শন শেষে স্কাউটরা পুতুল নাচ, নাগরদোলা ও বায়োস্কোপ উপভোগ করে। বাংলাদেশের স্কাউটদের পাশাপাশি বিদেশি স্কাউটরাও আনন্দের সাথে এই ভেঞ্চারে অংশ নেয়। জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী ছাড়াও নির্ধারিত

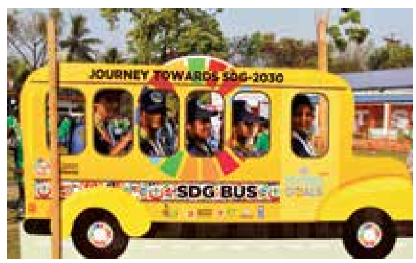

সময়ে স্থানীয় জনগণ জিডিভি পরিদর্শন করার সুযোগ লাভ করেন।

ভেঞ্চার ৯
ফান অ্যান্ড গেম

সু-স্বাস্থ্য, সুস্থ শরীর, প্রফুল্ল মন ও নির্মল বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম খেলাধুলা। দেশের ঐতিহ্যবাহী এবং প্রায় বিলুপ্ত খেলাসমূহ যেমন -- মোরগ লড়াই, দাড়িয়াবান্ধা, হা ডু ডু, কাছিটানা, ইচিং-বিচিং, ওপেন টি বায়োস্কোপ ইত্যাদির সাথে স্কাউটদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অবাধ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় এই ভেঞ্চারে।

ভেঞ্চার ১০
পাশের বাড়ি

এবারের জাম্বুরীর সবচাইতে আকর্ষণীয় ভেঞ্চার হল পাশের বাড়ি। কেননা এখানে স্কাউটরা অন্য তাঁবুর স্কাউটদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে ও অন্য তাঁবুর স্কাউটদেরকেও নিজ তাঁবুতে সমাদর ও আপ্যায়ন করে। এখানে তারা নিজেদের মধ্যে উপহারও আদান প্রদান করে। এতে তাদের নিজেদের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

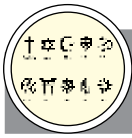

ভেঞ্চার ১১
ফেইথস অ্যান্ড বিলিফস

বাংলার মধ্যযুগের কবি বড়ু চন্ডীদাস উচ্চারণ করেছিলেন মানব --ইতিহাসের এক অনন্য মানবিক বাণী- 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। স্কাউটদের মধ্যে এই বাণীর আলো ছড়িয়ে দিতে জাম্বুরীতে সংযোজন করা হয় ফেইথস অ্যান্ড বিলিফস নামে একটি ভেঞ্চার। এই ভেঞ্চারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী স্কাউটরা চারটি প্রধান ধর্মের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছে। সেইসাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পৃথিবী গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

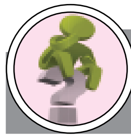

ভেঞ্চার ১২
সাধারণ জ্ঞান

এই ভেঞ্চারের মাধ্যমে স্কাউটদের মেধা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই। তাই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই বিশ্বে স্কাউটদের মাঝে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যাবার আকাঙ্খার বীজ বুনে দেয়াই এই ভেঞ্চারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ভেঞ্চারে সকল ভিলেজের স্কাউটরা দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভেঞ্চার ১৩
ক্যাম্প ফায়ার

ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিনমান পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহ ও মনকে চাঙ্গা করে তুলতে স্কাউটেরা নিজস্ব রিতি ও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করে। তারা সাবক্যাম্প, কন্টিনজেন্ট ও ভিলেজভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক ক্যাম্প ফায়ারে অংশগ্রহণ করে দলভিত্তিক চূড়ান্তভাবে মনোনিত হয়ে গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ারে অংশগ্রহণ করে।

ভেঞ্চার ১৪
গ্রীন ডিবেট

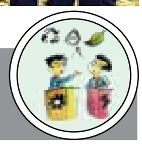

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাব ক্যাম্প ও ভিলেজ পর্যায়ে জাম্বুরীর একটি উদ্দীপনাময় ভেঞ্চার ইয়ুথ ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। ইয়ুথ ফোরামের মাধ্যমে বাছাইকৃত স্কাউটরা ইয়ুথ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইয়ুথ পার্লামেন্টটি জাতীয় সংসদ অধিবেশনের আদলে অনুষ্ঠিত হয়। ছায়া প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, চিফ হুইপ, হুইপ ইত্যাদি ইয়ুথ পার্লামেন্টের জন্য অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের মধ্য থেকে নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সংসদে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। পরে বিলের উপর সরকারি দল এবং বিরোধী দল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনান্তে বিলটি পাশ হয়।

সমাচারের গল্প ও সম্পাদকের ভাষ্য

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত যেকোন জাতীয় প্রোগ্রামে সমাচার প্রকাশ করার রেওয়াজ বেশ পুরনো। এবারের জাম্বুরীতেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সমাচারকে বলা হয় জাম্বুরীর দর্পণ। জাম্বুরীতে আয়োজিত সকল ভেঞ্চারের চমৎকার সব ছবি, অতি গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য উপাত্ত, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সমাচার-এ একবার চোখ বুলালেই এক প্রয়াসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

 # ফ্ল্যাশব্যাক

৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে সমাচার প্রকাশনা কাজে আমার প্রথম সংশ্লিষ্টতা। দায়িত্ব ছিল সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ লিখন। সেই একই দায়িত্ব নিয়ে যুক্ত থেকেছি গোপালগঞ্জ-এ অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় রোভার মুট এবং চাঁদপুরের ষষ্ঠ জাতীয় কমডেকায়। ধারাবাহিক তিনটি জাতীয় প্রোগ্রাম এর সমাচার প্রকাশনায় নিজেকে যুক্ত রাখার সুযোগ পেয়ে নিজের ঘট পূর্ণ হয়েছে অভিজ্ঞতায়, দক্ষতা বেড়েছে সংবাদ লিখন কৌশলে, ছবি নির্বাচনে, ইন ডিজাইনিং এবং সমাচারের রঙ নির্বাচনে ।

#প্রশিক্ষিত টিম

আমরা যারা সমাচারে কাজ করেছি তারা সবাই প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স, হায়ার ফটোগ্রাফি কোর্স, অনলাইন নিউজ পোর্টাল তৈরি বিষয়ক কোর্স, সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স, ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ, গ্রাফিক ডিজাইনিং বিষয়ক কোর্সসমূহ আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার।

#সম্পাদকের অভিজ্ঞতা

সমাচারের জন্য সংবাদ সংগ্রহ ও লিখন এ ধারাবাহিক চারটি জাতীয় প্রোগ্রামে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা কে আরও শাণিত করার লক্ষে এবারের জাম্বুরীতে সমাচার সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আমার উপর। এই দায়িত্ব অর্পিত হবার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটা অনুপ্রাণিত ও গর্বিত হয়েছি তার থেকে বেশী ভীত ও শঙ্কিত হয়েছি । অর্পিত দায়িত্ব কি আমি শুভ সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব ! অভিজ্ঞতা এবং শঙ্কার যুগপৎ এ আমার চেষ্টা ছিল প্রচলিত ধারা ভেঙে নতুন কিছু করার। সমাচার প্রকাশনা, সংবাদ উপস্থাপনা, ছবি নির্বাচনসহ বিবিধ বিষয়ে তার কতটুকুন সম্ভব হয়েছে সেই বিচারের ভার পাঠকের উপর।

#রোভারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

পড়াশোনার চাপ, অ্যাসাইনমেন্ট, ক্লাস, পরীক্ষা এসব সামলে নিয়ে যে সকল রোভারদের নিরলস শ্রমে এবারকার সমাচার প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রতি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শিডিউল অনুযায়ী সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ লিখন, ছবি তোলা, ছবি নির্বাচন, জাম্বুরীর মাঠ থেকে বিশেষ গল্প খুঁজে বের করাসহ রাত জেগে চকচকে ছাপার সেই সমাচার বিতরণে সদা হাস্যোজ্জ্বল যে রোভারেরা সমাচার প্রকাশনা টিমে ছিলেন তারা হলেন এয়ার রোভার নাজমুল হাসান, রোভার শেখ হাসান হায়দার শুভ, রোভার কামরুজ্জামান, রোভার মোস্তাক আহমদ, নৌ রোভার আতিক মাহমুদ, রোভার রাকিবুল ইসলাম রাহাত, রোভার এম এম আরিফুর রহমান।

#যাদের তোলা আলোকচিত্র সমাচারে প্রকাশিত হয়েছিল

সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান, এহসান খান, রাসেল আহমদ, জন্মজয় কুমার দাশ, নূর উদ্দীন, মো. শেখ সাদী, মনিরুল ইসলাম, কিশোর কুমার, মারুফ হাসান ইমন, আহসান হাবীব।

#বিশেষ কৃতজ্ঞতা

যাঁর অনুপ্রেরণা, সুদক্ষ নেতৃত্ব ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফসল বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষত ও সুদক্ষ এই মিডিয়া টিম তিনি হলেন **সরোয়ার মোহাম্মদ শাহ্রিয়ার** (জাতীয় কমিশনার, জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)। তিনি ছিলেন সমাচার সম্পাদনা পর্ষদ এর প্রধান উপদেষ্টা। যাঁর দিক নির্দেশনা আমাদের কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নকে করেছে আরো প্রাঞ্জল।

আমরা যাঁকে মিডিয়া টিমের সকল কাজের কাজী বলি তিনি আমাদের সবার প্রিয় মশিউর স্যার। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও যোগাযোগ এর জন্যেই সমাচার সঠিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বিরতণ করা সম্ভব হয়েছে।

যিনি আমাকে সংবাদ লিখন ও সংবাদ বিন্যাস হাতে কলমে শিখিয়েছেন এবং এবারের সমাচারের রঙ নির্বাচনে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তিনি হলেন চৌধুরী মেহের-এ-খোদা দীপ ভাই।

অসম্ভব ঠাণ্ডা মেজাজের, দক্ষ এবং শৈল্পিক একজন মানুষ মো. রিদওয়ানুর রহমান ভাই। রাতের পর রাত জেগে, খেয়ে না খেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি আমাদের সমাচারের ডিজাইন করেছেন এবং সঠিক সময়ে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন।

আমাদের টিমের একমাত্র যোগান সহযোগী ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় মকবুল ভাই। যিনি উপযুক্ত সময়ে আমাদের চা পান করিয়ে চাঙ্গা করে তুলেছেন।

#শেষ কথা

সর্বোপরি সকল কৃতজ্ঞতা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি। যাঁর অশেষ কৃপায় ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরীর সমাচার যথা সময়ে প্রকাশ ও বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি সমাচারকে আকর্ষণীয়, তথ্যপূর্ণ, চকচকে এবং নির্ভুল করতে। তারপরেও যদি কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে; তবে কবি বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতার লাইন আমি আপনাদের বলতে চাই-- যত দোষ সব আমরা-না, আমি একা নেবো মাথা পেতে।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সম্পাদক, সমাচার সম্পাদনা পরিষদ
১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী-২০১৯

জাম্বুরী মিডিয়া টিম প্রসঙ্গ

২০১৫ সালে জাপানে গিয়েছিলাম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করতে। জাম্বুরী কর্তৃপক্ষ আমাকে বাংলাদেশ কনটিনজেন্ট এর মিডিয়া ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। সারা বিশ্বের মিডিয়া ম্যানেজারদের নিয়ে গঠন করে Slack Group. জাপান জাম্বুরী এলাকায় স্থাপিত জাম্বুরী মিডিয়া সেন্টারে কাজ করার সুযোগ পাই জাম্বুরী চলাকালীন পুরোটা সময়। স্বপ্নের শুরু সেখান থেকেই।

জাপানের মত আমরা প্রযুক্তিতে উন্নত নই। আমাদের দেশের সামর্থের উপযোগী করে স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা ভাবতে থাকি। তারুণ্য আর প্রযুক্তি একে অন্যের পরিপুরক। তাই স্বপ্ন বাস্তবায়নে স্বপ্নের সহযোগী করে নিই রোভার ও তরুণ ইউনিট লিডারদের।

গত পাঁচ বছর ধরে প্রতি বছর তাদের ছাপাখানার কাজ শিখাতে "ডেস্কটপ পাব্লিশিং কোর্স", শুদ্ধ উপস্থাপনার জন্য "সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স", ভাল ছবি তুলতে পারার জন্য "ডিজিটাল ফটোগ্রাফির উপর বেসিক ও এ্যাডভান্স কোর্স", স্কাউটিং এর সাফল্যের গল্প বলার জন্য "ভিডিও এডিটিং ও স্টোরী টেলিং কোর্স", সংবাদ ও সাংবাদিকতা নিয়ে "সাংবাদিকতা কোর্স" করিয়ে দক্ষ করে তুলি। এমন ২০০র ও বেশী তরুণ তরুণী আজ বাংলাদেশ স্কাউটসের মার্কেটিং এর প্রয়োজনে গঠিত "মিডিয়া টিম" এর সদস্য হওয়ার যোগ্য।

এদের মধ্য থেকে বেছে ২৬ জনকে নিয়ে ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরীর "মিডিয়া টিম" গঠন করি। এই ২৬ জনের ব্যক্তিগত দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে ১) সমন্বয় ২) প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ৩) অন লাইন/সোশ্যাল মিডিয়া ৪) ফেইসবুক লাইভ ৫) স্যাভেনির ৬) ফটোগ্রাফি ৭) ভিডিও ধারণ ৮) ভিডিও এডিটিং ৯) সমাচার উপদলে ভাগ করে দেই।

#মূল কাজ শুরু:
বাংলাদেশে প্রায় সতের লক্ষ স্কাউট। এর মধ্যে মাত্র দশ হাজার এই জাম্বুরীতে অবস্থান করে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বাকী ষোল লক্ষ নব্বই হাজারকেও এই জাম্বুরীতে একাত্ম করে নেয়ার জন্য পরিকল্পনা করি।

#দেশবাসীকে জানানো:
জাম্বুরী শুরুর দুমাস আগেই আমরা অঞ্চল ও জেলার মাধ্যমে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণে সুযোগ পাওয়া দলসমূহের কাছে জাম্বুরীর লোগো ও লেখাসহ একটি ডিজিটাল ব্যানারের ডিজাইন পাঠিয়ে অনুরোধ করি এই ব্যানার নির্ধারিত মাপে তৈরি করে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে, মুক্ত দলগুলি নিজ নিজ এলাকায় টানিয়ে প্রদর্শন করবে। এতে সারা দেশের সকল উপজেলার মানুষ আসন্ন জাম্বুরী সম্পর্কে আগেই অবহিত হয়েছে।

#অনলাইন মিডিয়ায় জাম্বুরী:
ক) অনলাইন কনটেন্ট প্রতিযোগিতা: জাম্বুরী শুরুর আগে, জাম্বুরী চলাকালে ও জাম্বুরীর পরে এই তিন ভাগে ছয় সপ্তাহব্যাপী সারা দেশের স্কাউট, স্কাউটারদের মধ্যে "অনলাইন কনটেন্ট প্রতিযোগিতার" আয়োজন করা হয়েছিল। এতে স্কাউটদের মধ্যে এই জাম্বুরী নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। স্কাউট বিশ্বে এটি প্রথম অনলাইন কন্টেন্ট প্রতিযোগিতা।

খ) ফেইসবুক লাইভ: সারা দেশে জাম্বুরীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষে জাম্বুরীর প্রস্তুতি নিয়ে ও জাম্বুরী চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও ইভেন্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মোট ৪২ টি ফেইসবুক লাইভ আয়োজন করা হয়। জাম্বুরী লাইভের সফল আয়োজনের কারণে সারা বিশ্ব জাম্বুরী সম্পর্কে সবিস্তার জানতে পেরেছে।

গ) ফেইসবুক বুস্টিং: এই জাম্বুরীর জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর অফিসিয়াল ফেইসবুকে পেইজ ইভেন্ট খুলে মাসব্যাপী বুষ্টিং করা হয়।

ঘ)ফলাফল:
১. অনলাইন মিডিয়ায় জাম্বুরীর ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ফলে ২৪ লক্ষ মানুষের কাছে এই জাম্বুরীর কথা পৌঁছে গেছে।

২. দেশ বিদেশের মানুষ ৪০ লক্ষ বার এই জাম্বুরীর ছবি ও সংবাদ দেখেছেন। এই পেইজের ভিউয়ারের সংখ্যা বেড়েছে ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার আগের তুলনায় ৫৭% বেশী।

৩. সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা জাম্বুরীর পোস্টগুলিতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করা হয়েছে ১১ লক্ষ বারেরও বেশী। যা ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার আগের তুলনায় ৭০% এরও বেশী।

৪. বাংলাদেশ স্কাউটস এর পেইজের ফ্যান ফলোয়ার এর সংখ্যা পূর্বে ছিল ৩০,৬৯৫ আর জাম্বুরীর প্রচারের কারণে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১,৪৬২ যা পূর্বের ৮ বছরের চাইতে ৪০.৩৫% বেশী।

#ইউটিউব, ইন্সট্রাগ্রামে ও ফ্লিকার:
জাম্বুরী উপলক্ষে ছোট ছোট ভিডিও, ছবি নিয়মিত আপলোড করা হয়। চাইলে ভিউয়ার এখান থেকে ছবি নামাতেও পারবেন। ক্যাম্পেইনের কারণে এখানেও ২০০০ এর বেশী ভিউয়ার বেড়েছে।

#ওয়েব সাইট:
জাম্বুরী চলাকালে ব্যাপক প্রচারণার কারণে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ওয়েব সাইটে ভিজিটরের

সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

 # মিডিয়া সেন্টার:
হাই স্পীড ইন্টারনেট সুবিধাসহ আমরা মৌচাকের ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর সামনের ভবনে মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করি। মিডিয়া টিমের সকল সদস্যই তাদের ল্যাপটপ ও ডিজিটাল এস এল আর ক্যামেরা নিয়ে জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। আমাদের ৪কে মানের ভিডিও ক্যামেরার সাথে ৭ দিনের জন্য আরো একটি ক্যামেরা ভাড়া করে নেই। ইন্টারনেটে ৪জি ব্যাকআপ সাপোর্টের জন্য গ্রামীণ ফোন ও বাংলালিংক এর সহযোগিতা চাই। বাংলালিংক একটি ট্রাকের ওপর টাওয়ার বসিয়ে আমাদের ব্যাকআপ দিয়েছে।

প্রতিদিন বিকেল ৩:০০ টায় মিডিয়া সেন্টার থেকে সারাদিনের জাম্বুরী কার্যক্রমের উপর সংবাদ ও ছবি ইমেইলের মাধ্যমে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের কাছে পরবর্তীতে ছাপানো/প্রচারের জন্য পাঠানো হয়েছে।

 # সাংবাদিক সম্মেলন:
জাম্বুরী উদ্বোধনের আগে ৯ মার্চ ২০১৯ ও সমাপনীর আগে ১৪ মার্চ ২০১৯ মৌচাকে জাম্বুরী এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গাজীপুর ও কালিয়াকৈর প্রেস ক্লাবের বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক এই প্রেস কনফারেন্স দুটিতে উপস্থিত ছিলেন।

#শুভেচ্ছা বার্তা:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান, মালয়েশিয়াসহ ছয়টি দেশ থেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে জাম্বুরী অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

#বিদেশে জাম্বুরী সংবাদ:
আমাদের পাঠানো তথ্য ও ছবির ভিত্তিতে জাম্বুরী সংক্রান্ত সংবাদ APR inbox এ এবং WOSM এর apps এ প্রকাশিত হয়েছে।

 # স্মরণিকা প্রকাশ:
জাম্বুরী উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্কাউট নেতৃবৃন্দের বাণী, জাম্বুরী নিয়ে লেখা ও তথ্য সম্বলিত স্মরনিকা প্রকাশ করে তা সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

 # জাম্বুরী সমাচার প্রকাশ:
জাম্বুরী উদ্বোধন হওয়ার পর একটি এবং জাম্বুরীর শেষ দিনে একটি ৪ রংয়ের জাম্বুরী সমাচার প্রকাশ করা হয়। জাম্বুরীর ছোট ছোট সংবাদ, আনন্দ, কাজ, অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি ইত্যাদি দুটি সমাচারে প্রকাশ করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ডেস্কটপ পাবলিশিং-এ দক্ষ মিডিয়া টিমের সদস্যরা মৌচাকে মিডিয়া সেন্টারে বসে কম্পোজ, পেইজ মেক আপ সম্পন্ন করে অনলাইনে প্রেসে সেন্ড করে, যা হুবহু ছাপা হয়ে আসে ।

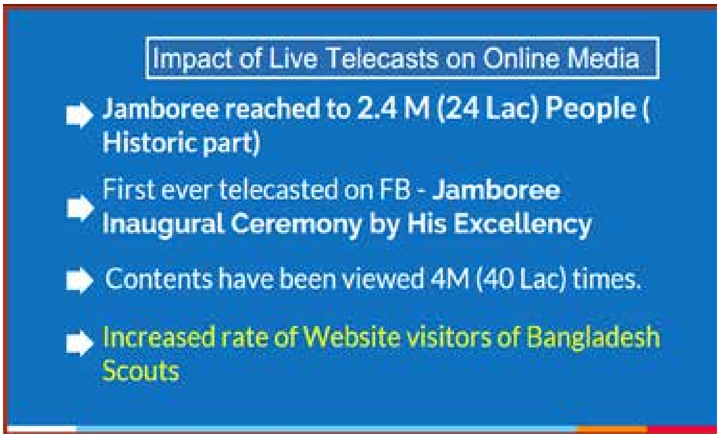

 # ভিডিও ধারন:
২টি প্রফেশনাল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ভিলেজ ভিত্তিক সকল প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি ধারণ করা হয়। প্রতিদিনের ধারণকৃত অংশ সম্পাদনা করে সংবাদ ও ডকুমেন্টেশনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। জাম্বুরী শেষে ৩১ মিনিটের একটি ভিডিও এখন প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুত। এই ভিডিও ধারণ ও সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছে মিডিয়া টিমের সদস্যরা। এতে বেঁচে গেছে বাংলাদেশ স্কাউটসের লক্ষ টাকা।

 # দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণ:
প্রতিদিন বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় দৈনিকসমুহ থেকে জাম্বুরী সংবাদ কেটে তা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে ১০০ এরও বেশী সংবাদ স্পাইরাল বাঁধাই করে সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

 # উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ফেইসবুক লাইভে:
বিটিভি জাম্বুরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে। বিটিভি থেকে নিয়ে অন্য টেলিভিশন চ্যানেলগুলি অনলাইন সম্প্রচার করে।

মিডিয়া সেন্টারে মিডিয়া টিমের সদস্যরা বিশেষ সফটওয়্যারে সাহায্যে বিটিভির অনুষ্ঠান ফেইসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে। এতে ফেইসবুক ব্যবহারকারী দেশ বিদেশের স্কাউটরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান লাইভ দেখতে পান।

 # মিডিয়া সেন্টারে স্কাউট নেতৃবৃন্দ:
যুক্তরাষ্ট্র স্কাউটের প্রেসিডেন্ট মিস্টার ড্যানসহ জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী সকল দেশের নেতৃবৃন্দ জাম্বুরী মিডিয়া সেন্টারে এসে এর কার্যক্রম সম্পর্কে, রোভারদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে চান। সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশ আমাদের আদলে তাদের দেশে মিডিয়া টিম গঠনে আমদের সহযোগিতা চায়। তাঁরা সকলেই সীমিত সম্পদে মিডিয়া টিমের সকল কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

■ লেখক: সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
জাতীয় কমিশনার
(জনসংযোগ প্রচার প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জাম্বুরী কার্যক্রম প্রচারে সাংবাদিক সম্মেলন

জাম্বুরী কার্যক্রম ব্যাপক প্রচারের জন্য ৯ মার্চ, ২০১৯ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর এর জাম্বুরীর মূল এরিনায় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা, দেশের সংখ্যা, জাম্বুরীর বিভিন্ন ভেন্যুর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন ডেপুটি জাম্বুরী চিফ (প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। মঞ্চে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন জনাব ফেরদৌস আহমেদ, ডেপুটি জাম্বুরী চিফ (কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি), জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, ডেপুটি জাম্বুরী চিফ (প্রোগ্রাম), জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, জাম্বুরী সচিব।

জাম্বুরীর সফলতা জানানোর জন্য ১৪ মার্চ, ২০১৯ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর এর জাম্বুরীর মূল এরিনায় ২য় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাম্বুরীর প্রকৃত অংশগ্রহণকারী ও দেশের সংখ্যা, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাম্বুরীর উদ্বোধন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীদের অংশগ্রহণ, স্কাউটদের অংশগ্রহণের সফলতা ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের অবহিত করেন ডেপুটি জাম্বুরী চিফ (প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন) জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার। এছাড়াও জাম্বুরী চিফ ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান উপস্থিত সাংবাদিকদের জাম্বুরীর বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান পরিস্থিতি, বিশ্ব স্কাউট সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান, স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারের সহায়তার বর্ণনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং অনলাইন পত্রিকার প্রায় শতাধিক স্থানীয় সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেল সংবাদ সম্মেলনের লাইভ সম্প্রচার করে।

সেবাই যাদের ধর্ম

সেবার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে আন্দোলনে যোগদান করে থাকে রোভার স্কাউটরা। স্কাউট আন্দোলন বয়স ভেদে ৩টি শাখা রয়েছে। প্রথমটি কাব স্কাউট, দ্বিতীয়টি স্কাউট এবং তৃতীয়টি রোভার স্কাউট। রোভার স্কাউটদের বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছর। রোভার স্কাউটগণ স্কাউটের আইন ও প্রতিজ্ঞা পালনের অংশহিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি আত্মউন্নয়নের জন্য হাতে কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার স্কাউটদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটস দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর সহায়তায় বিভিন্ন প্রকার দুর্যোগ, নিজেদের রক্ষা করার কৌশল, দ্রুত সময়ে সাড়াদান পদ্ধতি, আহতদের উদ্ধার ও বহন পদ্ধতি, প্রাথমিক প্রতিবিধান, অগ্নিকান্ড ও উদ্ধার পদ্ধতি, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল এবং ঢাকা জেলা রোভার রোভার স্কাউটদের এসব কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ, সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন সময় রোভার স্কাউটদের ফায়ার সার্ভিসের মহরায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়।

সাম্প্রতিককালে ঢাকায় একাধিক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই যেখানে ভিডিও করা, লাইভ দেখানো ও ছবি তোলায় ব্যস্ত সেখানে একদল সাহসী রোভার স্কাউট সদস্য নিঃস্বার্থভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া চকবাজার ট্র্যাজেডি, বনানী, ভাষানটেক এবং গুলশানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে উদ্ধারকাজে রোভারদের অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখ করার মত।

গার্ল ইন স্কাউট এর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন

প্রচেষ্টার পঁচিশ, ১৯৯৪-২০১৯ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ জাম্বুরীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরিনায় বাংলাদেশে গার্ল ইন স্কাউট এর ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মেহের আফরোজ চুমকি, মাননীয় সংসদ সদস্য, গাজীপুর-৫।

এমপি চুমকি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, "আজ এখানে গার্ল ইন স্কাউট এর মেয়েরা তাদের যেসব কার্যক্রম উপস্থাপন করলো আমি অবিভূত, আমরা এসব সুযোগ পাইনি তারা পেয়েছে কাজে লাগাচ্ছে। আর এ জন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কাউটিং কার্যক্রম সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে প্রতিটি স্কুলে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করেছেন।"

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং) ও তথ্য কমিশনের কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, অনুষ্ঠানের প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি মো: হাবীবুল আলম বীরপ্রতীক, বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস ও বয় স্কাউটস অফ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ড্যান ওনবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ আতিকুজ্জামন, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) আখতারুজ জামান খান কবির ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। অনুষ্ঠান শেষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালী জাম্বুরী এরিনা প্রদক্ষিণ করে ও ফানুস উড়িয়ে বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর রজতজয়ন্তী পালন করা হয়। সবশেষে গার্ল-ইন স্কাউটদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

সাসটেইনেবল ডিভেলপমেন্ট ভিলেজ

জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতন করে আগামী দিনের জন্য সুযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ৫০টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে মৌচাক স্কাউট স্কুল ও কলেজ মাঠে এসডিজি সম্পর্কিত স্টলসমূহ সাসটেইন্যাবল ডিভেলপমেন্ট ভিলেজ স্থাপন করা হয়। জাম্বুরীর প্রোগ্রামে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্কাউটরা ভিলেজ ভিত্তিক এসডিভি এলাকায় অংশগ্রহণ করে। এসডিভি এরিনায় কেন্দ্রীয়ভাবে এসডিজি এর ১৭টি মৌলিক বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীদের

ধারণা দেওয়া হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কোন প্রতিষ্ঠান কি কাজ করছে তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট তুলে ধরা হয়। কুইজ ও ফান অ্যান্ড গেমের মাধ্যমে এসডিজি সম্পর্কিত বিষয় হাতে কলমে শেখানো হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের সকল অঞ্চলের পক্ষ থেকে তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াসেও ছিল নিজস্ব স্টল। প্রত্যহ মেলায় অংশগ্রহণকারী ও স্থানীয় মানুষদের আনন্দ দিতে গ্রামীণ মেলার নাগরদোলা, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ মজাদার সব আয়োজন ছিল।

১০ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ ক ম মোজাম্মেল হক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে সাসটেইনেবল ডিভেলপমেন্ট ভিলেজ এর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস।

১৪ মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সাসটেইন্যাবল ডিভেলপমেন্ট ভিলেজের সকল কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও জনাব ফয়েজ আহম্মদ, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ ইউসুফ হারুন, জাতীয় কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস।

জাম্বুরীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার

সারা বিশ্বের সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে ফেসবুক সব থেকে বেশী কার্যকরী এবং ব্যবহৃত। ফেসবুকের ইদানিং কালের একটা জনপ্রিয় ফিচার হচ্ছে ফেসবুক লাইভ ভিডিও। অনলাইনে একযোগে রেকর্ড এবং সম্প্রচারকে লাইভ স্ট্রিমিং বলা হয়। লাইভ- স্ট্রিম পরিসেবাদি সামাজিক মিডিয়া থেকে ভিডিও গেমগুলিতে বিভিন্ন ধরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। ফেসবুক লাইভ, পার্সিস্কোপ, কুয়েশু এবং ১৭ এর মতো প্যাটফর্মগুলি নির্ধারিত প্রচার এবং সেলিব্রিটি ইভেন্টগুলির স্ট্রিমিং এবং ভিডিও তে ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্ট্রিমিং অন্তর্ভুক্ত করে। Twitch.tv যেমন সাইটগুলি নিজেদের ভিডিও সাথে আরো অনেক কিছু দেখিয়ে লাইভ ভিডিও পোস্ট করে।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত এটা শুধু ভেরিফাইড পেইজ থেকে করা যেত, এখন সবার জন্য উন্মুক্ত। তবে শুধু আইফোন ব্যবহারকারী রা করতে পারছে এখন। আর করা যাচ্ছে পেজ থেকে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস ও এগিয়ে যাচ্ছে। এবারে জাম্বুরীতে স্কাউটদের কার্যক্রম সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এক যুগোপযোগী উদ্যোগ নেয়। ১০ম স্কাউট ও ৩য় সানসো জাম্বুরীর কার্যক্রম ফেসবুক লাইভের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যার ফলে ঘরে বসে দেশ বিদেশের প্রায় ২৪ লাখ মানুষ স্কাউটদের এই মহাসমাবেশ এ যুক্ত হতে পেরেছে। শুধু তাই নয় দর্শক তাদের মন্তব্য, অনুভূতি ও কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পেরেছে। লাইভ শেয়ারিং এর মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। জাম্বুরীর আগে ও জাম্বুরীর সময় মোট ৩৯ টি লাইভ সম্প্রচার করা হয়েছে। এতে করে ২৪ লাখ মানুষ মোট ৪০ বার স্কাউটদের আনন্দময় শিক্ষামূলক, সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে। নারী দিবসে নারীদের জন্য বিশেষ একটি ফেসবুক লাইভ সম্প্রচার করা হয়, এতে অংশগ্রহণ করে ৩ টি দেশের ৬ জন গার্লস স্কাউট। যা মেয়েদের এগিয়ে নিতে কার্যকরি ভুমিকা পালন করেছে। এছাড়া বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ লাইভ সম্প্রচার করা হয়। দেশ বিদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য তাঁবু জলসাকেও লাইভের আওতায় আনা হয়। জাম্বুরীর ফেসবুক লাইভের ফলে স্কাউটের সেবা কার্যক্রম সবার মাঝে সহজে বিস্তৃত লাভ করেছে। স্কাউটিং কার্যক্রম সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে ফেসবুক লাইভ অপরিসীম ভূমিকা পালন করে এবং তা তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

■ লেখক : রোভার মো.রাকিবুল ইসলাম রাহাদ,
সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন **সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।**

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।

....

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন **সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।**

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন **সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।**

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন **সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।**

আলোকচিত্রকরের চোখে জাম্বুরীর কার্যক্রম

গত ৮-১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুরের মৌচাকে অবস্থিত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী। জাম্বুরীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, মো.মশিউর রহমান,এহসান খান,রাসেল আহমদ,জন্মজয় কুমার দাশ,নূর উদ্দীন, মো.শেখ সাদী,মনিরুল ইসলাম,কিশোর কুমার,মারুফ হাসান ইমন,আহসান হাবীব।

ভ্রমণ কাহিনী

পাহাড়ের রাণী দার্জিলিং ও ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতায় বাকৃবি রোভার স্কাউট গ্রুপ

ফেব্রুয়ারি-২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশের পর

ট্যুরের চতুর্থ দিন ছিল আমাদের জন্য সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। এই দিন ভোর ৪ টায় আমরা টাটা সুমো জিপে করে টাইগার হিলে চলে যাই। দার্জিলিং শহর হতে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টাইগার হিল পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখার ভিউপয়েন্ট হিসেবে খ্যাত। শেষ রাত থেকে অসংখ্য জিপ আর হাজার হাজার পর্যটকের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠে এই টাইগার হিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ৫৫৫ মিটার (৮ হাজার ৪ শত ৮২ ফুট) উঁচু টাইগার হিলের ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়ে কফি পান করতে করতে কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা বরফের রাজ্যে সূর্যের প্রতিফলনে বহু বর্ণিল আলোর ঝলকানি দেখার সাথে সাথে হাজারো পর্যটকের আনন্দধ্বনি শোনা জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে টাইগার হিল থেকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট দেখা যায়। টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রথম রশ্মি কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা বরফে পড়া দেখে ফেরার সময় আমরা কিছুটা সময় বাতাসিয়া লুপ, ঘুম মনেস্ট্রি আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত ঘুম রেল স্টেশনে কাটাই। বাতাসিয়া লুপ এবং ঘুম রেল স্টেশন এখন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ। এই বাতাসিয়া লুপ এবং রেলস্টেশন বা রেললাইনও সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে অনেক উপরে। বাতাসিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শেষ মাথা ছুয়ে এসেছে রেল লাইন। ২ ফুট শর্ট গেজের রাস্তা। অনেকটা খেলনা রেললাইনের মতো বলে এর নাম টয়ট্রেন। এখানে আরও রয়েছে যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে শ্বেত পাথরে বাঁধানো একটি স্মৃতিস্তম্ভ, চতুর্দিকে রয়েছে সাজানো গোছানো সুন্দর ফুলের বাগান। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অবলোকন করা যায়। আমরা এখানেও ছবি তুলে নিলাম। এরপর সকাল সাড়ে ৮ টার মধ্যেই আমরা দার্জিলিং শহরে ফিরলাম। নাস্তা সেরে জাপানিজ পিস প্যাগোডা দেখার পর আমরা রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। যাওয়ার পথে দার্জিলিং এর বিখ্যাত চা বাগানগুলোর অন্যতম ওরেঞ্জ ভ্যালি টি ইস্টেট পাড়ি দিতে হয়। চা বাগানের কোল ঘেঁষে আঁকা বাঁকা রাস্তার দু'পাশ জুড়ে ঘন সবুজের গালিচা । তার সাথে মেঘ আর পাহাড়ের মিতালী। এসব দেখে আমরা ছবি নেওয়ার লোভ সামলাতে পারি নি। ড্রাইভারকে বলে জিপ থামিয়ে রাস্তায়ই কিছু ছবি নিয়ে নিলাম। রকগার্ডেন দার্জিলিং শহর হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অনেক নিচে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে কৃত্রিমভাবে তৈরী সিঁড়ি। বেশ সাজানো- গোছানো এই পিকনিক স্পটে পাহাড়ী বিশাল বিশাল ঝর্ণার স্রোত আর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আমরা বিমোহিত হই।

সেখান থেকে নেমে দার্জিলিং এর পাহাড়ী মসৃণ রাস্তায় আমরা পঞ্চম দিন খুব সকাল বেলা অটো সুমো জিপে করে আমরা শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

পথিমধ্যে আমরা সীমানা ভিউ পয়েন্টে সকালের নাস্তা সেরে খুব কাছে থেকে নেপাল বর্ডার অবলোকন করি এবং মিরিক লেকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। মিরিক লেকে অসাধারণ কিছু মুহূর্ত কাটিয়ে আমরা পুনরায় শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। বিকাল ৪ টায় শিলিগুড়ি পৌঁছে আমরা সেদিন রাতেই শ্যামলী পরিবহনের বাসে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। জীবনে এই প্রথম দু'তলা বাসের উপরে সিট। তবে কোন ধরনের সমস্যা ছাড়াই সারা রাত জার্নি করে পরদিন সকাল ১১ টায় আমরা কলকাতার ধর্মতলা স্টেশনে পৌঁছাই।

কলকাতায় আমাদের আগে থেকে হোটেল বুকিং দেওয়া ছিল না। ট্যুরের দলনেতা ড. নাজমুল হক স্বপন স্যার ও রোভার স্কাউট লিডার জনাব মোঃ শাহ্ ফছি উল্লাহ আমাদের ধর্মতলা স্টেশনে রেখে হোটেল ম্যানেজ করতে যান। হোটেল ম্যানেজ করার পর আমরা সবাই হোটেলে যাই। আমাদের পরবর্তী ঠিকানা হয় মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেল গ্রীণল্যাণ্ড । হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে বিশ্রাম নিয়ে আমরা কলকাতার বিখ্যাত পার্ক স্ট্রিট রোডের আশেপাশে ঘুরে মাটির কাপে চা ও কলকাতার স্ট্রিট ফুডের স্বাদ নিয়ে নিলাম। স্ট্রিট ফুড হলেও অধিকাংশ খাবারই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু মনে হয়েছে। সবাই ফলমূল ও অন্যান্য সবকিছু অনেক মজা করে খেলাম। রাতের বেলা নিউমার্কেটে ও আশে পাশে সবাই মিলে কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরি।

ট্যুরের সপ্তম দিনে আমরা কলকাতার সাইন্স সিটি ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জাদুঘর দেখি। সাইন্স সিটি একটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞানকেন্দ্রিক বিনোদন উদ্যান। কলকাতাবাসীর কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ও জেবিএস হ্যালডেন অ্যাভেনিউ'র সংযোগস্থলে ৫০ একর জমির উপর ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই এর উদ্বোধন করা হয়। আর উইলিয়াম এমারসনের চোখ ধাঁধানো স্থাপত্য হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাসাদ। নিরিবিলি প্রশান্ত পরিবেশে মার্বেল পাথরের কারুকার্যে তৈরী এ ভবন জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবন থেকে বের হলেই চারপাশে ময়দান আর সারি সারি গাছ পালা। এ ভবনের চারপাশের রাস্তায় বেশ পুরু করে পাথর বিছানো। হাঁটলেই মনে হয় পাথরের ঝঙ্কার কানে বাজে। নিরিবিলি পরিবেশে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর চারপাশের উদ্যানকে মনে হল কর্মব্যস্ত কলকাতার একটুকরো প্রশান্তির আশ্রয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা শেষে আমরা আবার নিউমার্কেটে যাই। সেখানে দূর্গা পূজোর আমেজে কিছু সময় কাটিয়ে ও কেনাকাটা করে রাতের খাবার শেষে আমরা হোটেলে ফিরি।

অষ্টম দিনে আমরা হাওড়া ব্রীজ, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দেখি। হাওড়া ব্রীজ পৃথিবীর ষষ্ঠ দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার ব্রীজ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামানুসারে একে রবীন্দ্র সেতুও বলা হয়। ব্রীজ থেকে আমরা নদীর মনোরম দৃশ্য উপভোগ করি। ১৮ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নির্মিত বিখ্যাত জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়িটি বর্তমানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। ভবনের একাংশ জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত যেখানে দেখতে পাওয়া যায় ঠাকুরদের সেই প্রতাপশালী জীবন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই পরিবারের অবদান সহজেই এই জাদুঘর দেখে বুঝা যায়।

কলকাতার ট্রাম, মেট্রো রেল, হাতে টানা রিকশা,স্ট্রিট ফুডের অসাধারণ স্বাদ আর দূর্গা পূজার উৎসবে আমাদের দিনগুলো ভালোই চলছিল। কিন্তু ক্যালেন্ডার তো আর বসে নাই। প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের আতিথেয়তায় সকলে মিলে একসাথে হৈ-হুল্লোড়ে কোন দিকে দিয়ে আটটি দিন অতিবাহিত করে ফেললাম তা টেরই পেলাম না। ঐ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। তাই তো নবম দিনে আমাদের বাংলাদেশে ফেরার পালা। হোটেল থেকে সকাল ১১ টায় বের হয়ে আমরা শিয়ালদহ স্টেশনে আসি। শিয়ালদহ স্টেশন হতে লোকাল ট্রেনে প্রায় ৩ ঘন্টায় বনগাঁও স্টেশনে এসে ট্যাক্সিতে হরিদাসপুর বর্ডারে আসি। বর্ডার প্রায় বন্ধ হওয়ার অবস্থায় ইমিগ্রেশনে কর্মকর্তাদের আন্তরিকতায় দ্রুত ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস সম্পন্ন করে বাংলাদেশের বেনাপোলে প্রবেশ করি। সেখান হতে শামীম বাসে করে পর দিন সকাল বেলা প্রিয় ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তন করি। সঙ্গে নিয়ে আসি শ্রদ্ধেয় স্যার আর ছোট ভাই-বোনদের সাথে পরদেশে কাটানো আট দিনের অমূল্য কিছু স্মৃতি। সময় কেটে যাবে নিজস্ব গতিতে। কিন্তু বাকৃবি রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রথম আন্তর্জাতিক ট্যুরে সবার সাথে কাটানো এ কয়টি দিনের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় রয়ে যাবে চিরদিন। ব্যস্তময় জীবনে হয়তো মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে উঁকি দিবে এই ট্যুরের হাজারো সুখস্মৃতি।

■ লেখক: শামসুদ্দোহা পিয়াস
গ্রুপ সিনিয়র রোভার মেট
বাকৃবি, ময়মনসিংহ

স্বাস্থ্য কথা

সুস্থ থাকার কিছু উপায়

কার কতটা ঘুমের প্রয়োজন, সেটা ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করে। অধিকাংশ নবজাত শিশু দিনে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা ঘুমায়; ১-৩ বছর বয়সি ছেলে-মেয়েরা প্রায় ১৪ ঘন্টা এবং ৩-৪ বছর বয়সি ছেলে-মেয়েরা প্রায় ১১ অথবা ১২ ঘন্টা ঘুমায়। স্কুলে যায় এমন ছেলে-মেয়েদের অন্ততপক্ষে ১০ ঘন্টা, কিশোর-কিশোরীদের প্রায় ৯ অথবা ১০ ঘন্টা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ৭ থেকে ৮ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কারণগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো প্রয়োজন:

- ছোট ছেলে-মেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীদের বৃদ্ধি ও বিকাশ।
- নতুন তথ্য জানা ও তা মনে করে রাখা।
- হরমোনের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা, যা বিপাকক্রিয়ায় ও ওজনের উপর প্রভাব ফেলে।
- হার্ট ভালো রাখা।
- রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমালে স্থূলতা, বিষণ্ণতা, হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিশ্চিতভাবেই, এই বিষয়গুলোর জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়ার উত্তম কারণ রয়েছে।

তাই, আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাচ্ছেন না, তা হলে কী করতে পারেন?

- প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়ার এবং একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন।
- আপনার বেডরুমের পরিবেশ যেন নিরিবিলি, অন্ধকার ও আরামদায়ক থাকে এবং রুমের তাপমাত্রা যেন খুব বেশি বা খুব কম না হয়।
- বিছানায় শুয়ে টেলিভিশন দেখবেন না অথবা ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার করবেন না।
- আপনার বিছানা যেন যতটা সম্ভব আরামদায়ক হয়।
- ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভারী খাবার, ক্যাফেইনযুক্ত খাবার অথবা মদ্য-জাতীয় পানীয় পান করবেন না।

এই পরামর্শগুলো কাজে লাগানোর পরও আপনি যদি অনিদ্রা রোগে ভোগেন অথবা আপনার ঘুমের অন্যান্য সমস্যা হয়, যেমন দিনে অতিরিক্ত ঘুম পাওয়া অথবা ঘুমানোর সময় শ্বাসকষ্ট হওয়া, তা হলে আপনি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন।

■ সংগৃহীত

খেলাধুলা

আমাদের দেশীয় খেলা

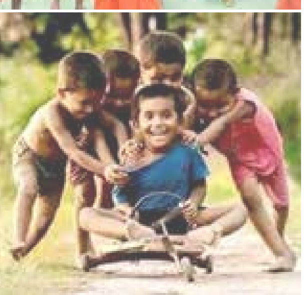

সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা। শৈশবে যেসব খেলাধুলা খেলেছিলেন আজকের বৃদ্ধরা সেসব খেলাধুলা না দেখতে পেয়ে তারাও এখন ভুলে গেছেন বহু খেলার নাম। এক সময় গ্রামের শিশু ও যুবকরা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় অভ্যস্ত ছিল। তারা অবসরে গ্রামের খোলা মাঠে দলবেঁধে খেলতো এসব খেলা। আর খেলাধুলার মাধ্যমে শৈশবে দুরন্তপনায় জড়িয়ে থাকতো ছেলেমেয়েরা। কিন্তু মাঠ-বিল-ঝিল হারিয়ে যাওয়া, আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া ও কালের বিবর্তনে মহাকালের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব খেলাধুলা। গ্রামীণ খেলা আমাদের আদি ক্রীড়া সংস্কৃতি। এসব খেলাধুলা এক সময় আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করত।

বর্তমানে গ্রামীণ খেলা বিলুপ্ত হতে হতে আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই কঠিন। খোদ অজপাড়াগাঁয়েও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোলাছুট, বৌচি, কানামাছি প্রভৃতি গ্রামীণ খেলার প্রচলন নেই। গ্রামবাংলার খেলাধুলার মধ্যে যেসব খেলা হারিয়ে গেছে তাদের মধ্যে হা-ডু-ডু, কাবাডি, দাঁড়িয়াবান্ধা, মন্দুরুজ, গাদন, খো-খো, ডাংগুলি, গোলাছুট, গোশত তোলা, চিক্কা, এ্যাঙ্গো এ্যাঙ্গো, কুতকুত, ল্যাংচা, কিং কিং খেলা, বোমবাস্টিং, হাড়িভাঙা, বুদ্ধিমন্তর, চাঁ খেলা, বৌচি, কাঠিছোঁয়া, দড়ি লাফানো, বরফ পানি, দড়ি টানাটানি, চেয়ার সিটিং, রুমাল চুরি, চোখ বুঝাবুঝি, কানামাছি, ওপেন্টি বাইস্কোপ, নৌকাবাইচ, ঘোড়াদৌড়, এলাটিং বেলাটিং, আগডুম বাগডুম, ইচিং বিচিং, ইকড়ি মিকড়ি, ঝুম ঝুমা ঝুম, নোনতা বলরে, কপাল টোকা, বউরানী, ছক্কা, ব্যাঙ্গের মাথা, লাঠিখেলা, বলীখেলা, আইচ্চা ভাঙ্গা, এক্কাদোক্কা, কুৎ কুৎ, মইলা, রাম সাম যদু মদু, চোর ডাকাত, মার্বেল, সাতচাড়া, থিলো এক্সপ্রেস, ষোলগুড্ডা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগ লড়াই, চিলমোরগ, বুঝাবুঝি, বদন, লাফা লাফি, লগো লগো, ডালিম খেলা অন্যতম। ঐতিহ্যবাহী হারিয়ে যাওয়া এসব খেলাধুলা এখন আর তেমন কোথাও চোখে পড়ে না।

নতুন প্রজন্মের কাছে এগুলো এখন শুধুই গল্প। আবার নাম শুনে অনেকেই হাসে। গ্রামের এসব খেলাগুলোর মধ্যে হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোলাছুট, বৌচি, ডাংগুলি ছিল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এসব খেলা চলাকালে শতশত মানুষের ঢল নামতো খেলা প্রাঙ্গণে। কিন্তু এখন গ্রামের খোলা মাঠ কমে যাওয়ায় এসব খেলা শুধুই স্মৃতি। এক সময় এ দেশের ছেলেমেয়েরা গ্রামীণ খেলাকে প্রধান খেলা হিসেবে খেলতো। আমাদের আদি ক্রীড়া সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে অবশ্যই গ্রামীণ ক্রীড়া ফেডারেশন গঠন করা অতি জরুরি। যাতে করে আগামী প্রজন্ম আমাদের গ্রামীণ খেলাকে জানতে পারে। ভুলে না যায় আমাদের নিজস্ব ক্রীড়া ঐতিহ্য। ছোট্ট বেলার অগনিত খেলা গুলো নিয়ে আজকের এই আয়োজন।

কিছু কিছু খেলা আছে যা সাধারণত কেবল মেয়েরাই খেলে থাকে। মেয়েরা ফুটবল বা ক্রিকেট তেমন একটা খেলে না আর সে কারণেই হয়তো তাদের খেলাগুলো এখনও অল্পবিস্তর টিকে আছে। বাংলাদেশে মেয়েদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় দুটো খেলা হলো টোপাভাতি খেলা ও পুতুল খেলা। এছাড়াও আছে এক্কা দোক্কা, কড়ি খেলা, ঘুটি খেলা, এলাটিং বেলাটিং, ওপেনটি বায়োস্কোপ ইত্যাদি।

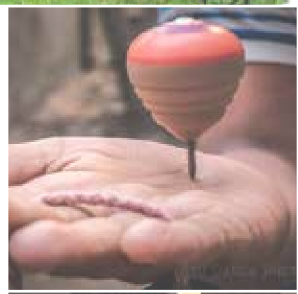

মাথায় হাড়ি চৌকি খেলায় শিক্ষার্থীরা।

ছড়া-কবিতা

সবাই সবাইকে খারাপ বলে

মীর মোহাম্মদ ফারুক

কিছু মানুষ আছে, ফুটপাতে বসে ব্যবসা করে,
বাজারে তারা ক্রেতা না দেখে,
তাদের হকার বলে।
কিছু ক্রেতা আছে, ফুটপাতেই তারা কেনাকাটা করে,
বাজারে গেলে নাকি তারা ঠকেই আসে,
আসলে তারা ঠকেই চলে।
কিছু মানুষ আছে, উল্টো পথে ছাড়া গাড়ী না চড়ে,
নাম্বার পেটে তারা পুলিশ লিখে।
কিছু মানুষ আছে, যারা হাসপাতালে রোগী না দেখে,
ক্লিনিকে দেখে,
তাদের কসাই বলে।
কিছু মানুষ আছে, কাজটাজ তাদের ভালো না লাগে,
তারা বসে থাকে আর পরেরটা গিলে,
তাদের বেকার বলে।
সমাজে কিছু মানুষ আছে,
মরার পরও টাকা দেওয়ার আশ্বাসে মানুষকে ফি বছর দোহন করে,
সর্বশান্ত করে,
সবাই তাদের বীমার দালাল বলে।
কিছু মানুষ আছে, যারা স্কুলে না পড়িয়ে ব্যাচ গড়ে,
বেতনে তাদের নাকি না পোষে, তাদের স্যার বলে।
গায়ে কালো আলখাল্লাা জড়ানো কিছু মানুষ আছে,
সবাইকে যারা আশ্বস্ত করে,বাদী, খুনি, চোর, লুচ্চা মায় ধর্ষককেও।
ফাঁসিকাষ্টে ঝুলে পড়ার আগেও বলে ”আমিতো আছি” ।
সবাই তাদের উকিল বলে।
স্যুট টাই পড়া কিছু মানুষ আছে, সরকারী অফিসে বসে দলাদলি করে,
ফাইল আটকিয়ে ঘুষ গুনে,
তাদের আমলা বলে।
সবাই মিলেই এরা দেশের মানুষ, যাদের নাগরিক বলে,
সবাই সবাইকে খারাপ বলে, সবাই সবাইকে গালি পাড়ে।

[ছড়াকার পরিচিতি:- বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনকারী, লেখক, সাংবাদিক ও স্কাউটার]

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০৩.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র পদে উপনির্বাচনে বেসরকারি ফলাফলের ভিত্তিতে জয়ী হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আতিকুল ইসলাম। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৮ লাখ ৪৯ হাজার ৩০২।

০৪.০৩.২০১৯ ॥ সোমবার

– বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৯ এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

০৬.০৩.২০১৯ ॥ বুধবার

– কৃষি ও রফতানিপণ্য হিসেবে পাট শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়ার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী 'বিমা করপোরেশন বিল-২০১৯' উত্থাপন করেন।

০৭.০৩.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– দেশে নতুন ভার্নিশযুক্ত ১০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়।

০৮.০৩.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত হয়।

১০.০৩.২০১৯ ॥ রবিবার

– উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে ৭৮টি উপজেলায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

১২.০৩.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশে ডাউনলিংকপূর্বক সম্প্রচারিত সব বিদেশি টিভি চ্যানেলে দেশি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেন তথ্য মন্ত্রাণালয়।

১৭.০৩.২০১৯ ॥ রবিবার

– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

১৮.০৩.২০১৯ ॥ সোমবার

– ভাষা আন্দোলনে এবং বাংলা ভাষার প্রচারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান বিষয়ক একটি গ্রন্থের মেড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯.০৩.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– রাজধাণীতে 'ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ' চলার মধ্যেই নর্দ্দা এলাকায় বাসের চাপায় এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাথী নিহত হন।

২০.০৩.২০১৯ ॥ বুধবার

– অবশেষে ৩৭তম বিসিএসে প্রতীক্ষার অবসান হলো। ১ হাজার ২২১ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বিদেশের খবর...

০২.০৩.২০১৯ ॥ শনিবার

– গেলাম মালভূমির কিছু অংশকে ইসরায়েলের অন্তর্ভূক্তির বিরোধিতা করে জাতিসংঘ।

০৩.০৩.২০১৯ ॥ রবিবার

– যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রচারণা শুরু করেন মার্কিন সিনেটর ও ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদ বার্নি স্যান্ডার্স।

০৪.০৩.২০১৯ ॥ সোমবার

– বিদেশি পর্যাটকদের জন্যে ইলেকট্রনিক ভিসা চালুর অনুমোদন দেয় সৌদি আরব।

০৫.০৩.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– ২০১৮ সালের এবং ২০১৯-এর সাহিত্যে নোবেল পরুস্কার একসঙ্গে দেওয়া হবে বলে জানায় সুইডিশ একাডেমী।

০৬.০৩.২০১৯ ॥ বুধবার

– রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার বাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশে আসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের একটি প্রতিনিধি দল।

০৯.০৩.২০১৯ ॥ শনিবার

– বিশ্বের বয়স্কতম ব্যক্তি হিসেবে জাপানের কানে তানাকা (১১৬)- কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ।

১০.০৩.২০১৯ ॥ রবিবার

– ইথিওপিয়ার যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ১৫৭ জন আরোহীর সবাই মারা যান।

১১.০৩.২০১৯ ॥ সোমবার

– হাসিনা- মোদির ভিডিও কনফারেন্সে দেওয়ানগঞ্জ কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করেন।

১৫.০৩.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে শ্বেত সন্ত্রাসীর হামলায় ৫০ জন মুসলিম নিহত হয়।

১৮.০৩.২০১৯ ॥ সোমবার

– সর্বকালের সেরা ৫০ ফুটবল কোচের একটি তালিকা প্রকাশ করে ফ্রান্স।

১৯.০৩.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– কুরআন তেলাওয়াতে শুরু হলো নিউজিল্যান্ডের সংসদ অধিবেশন।

২২.০৩.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– বাঙালি বিচারপতি পিনাকী চন্দ্র ঘোষকে ভারতের প্রথম লোকপাল হিসেবে নিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার।

২৬.০৩.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– বাংলাদেশের ৪৯তম স্বাধীনতা দিবসকে 'বাংলাদেশ ডে' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি।

২৭.০৩.২০১৯ ॥ বুধবার

– অবশেষে পদত্যাগ রাজী হন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে।

– জাতিসংঘ ও আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে অধিকৃত গোলান উপত্যকায় ইসরায়েলী সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

■ সংকলন: মোঃ মশিউর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত

ভুতের রাস্তায় অভিযান

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো আকাশের গতকাল। আগামী বছর নবম শ্রেণিতে উঠবে আকাশ। বিশ দিনের মত বন্ধ আছে। ভাবছে কোথাও ঘুরতে যাবে। কোথায় যাবে ভাবছে, ঠিক সেই সময় মোবাইলে কল আসে। আকাশের ছোট মামার কল। নাম আজাদ। থাকে সৌদি আরব, ছয় মাসের ছুটিতে দেশে এসেছে। ইতেমধ্যে দুই মাস চলেও গেছে। আজাদ তার ভাগিনাকে খুব ভালোবাসে। আকাশ ও তার মামাকে খুব ভালোবাসে। আকাশ মোবাইল রিসিভ করে।

: আকাশ পরীক্ষা শেষ হয়েছে?

: জি, গতকাল শেষ হয়েছে।

: এখন কি করবি?

: ভাবছি কি করব ।

: এত ভাবার কি আছে । কালই এখানে চলে আয়। এক সাথে কোটবাড়ি ঘুরতে যাব ।

: ঠিক আছে। রাখি মামা।

ফোন রেখে দিল আকাশ। সবকিছু গুছিয়ে রেখে দিল। পরদিন সকাল সকাল রওনা দিল তার নানুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এর পরের দিন আকাশ ও তার মামা কোটবাড়ী যাওয়ার জন্য রওনা দেয় । সেখানে তারা আকাশের মামার নানুর বাড়িতে ওঠে । সেই বাড়িতে যাওয়ার পর প্রথম যার সাথে দেখা হয় তার নাম সোহাগ। ছোট মামার মামাতো ভাইয়ের ছেলে সোহাগ। সেতো আকাশকে দেখে খুশিতে নাচতে থাকে। কারণ আকাশ এই বাড়িতে গেলে সোহাগকে রহস্যময় গোয়েন্দা কাহিনী শোনায়। সোহাগ এবার ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছে।

আকাশ ও তার মামা কাপর চেঞ্জ করে ফ্রেস হয়ে খাওয়া দাওয়া সেড়ে বিশ্রাম করে। সোহাগও তাদের সাথে একই রুমে এসে বসে। কিছুক্ষণ পর নিরবতা ভেঙে সোহাগ বলে:

: আকাশ ভাইয়া তোমার ও মামার জন্য একটা উপহার আছে।

: কি উপহার? প্রশ্ন করে আকাশ।

: এই উপহার নিয়ে একটা কাহিনী আছে যা এখন বললে তোমাদের মাথায় কিছুই ঢুকবেনা।

: তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। প্রতিউত্তর করে আকাশ।

: ঠিক আছে এখন বুঝতে হবে না। কাল সকালে বলব, তখন সব বুঝবে। বলে সোহাগ।

: ঠিক আছে। উত্তর করে আকাশের মামা। সেদিন খুব নরমাল কাটে।

পরের দিন সকাল বেলা সোহাগ দুটো প্যাকেট নিয়ে আসে। আকাশকে একটা ও তার মামাকে একটা দেয়। প্যাকেটগুলো ছিল খুব ভারী।

আকাশ ও তার মামা প্যাকেট খুলেতো অবাক! খুব সুন্দর দুটো মূতি। মূর্তিগুলো ছিল আকারে ছোট।উচ্চতা ১ সে.মি. ছোট পুতুল আকার। তবে বুঝা যাচ্ছে যে অনেক পুরাতন।

: মূর্তিগুলো পেলে কোথায়। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন আকাশের।

: বলছি। বললাম না, এ নিয়ে ঘটনা আছে। প্রতিউত্তর করে সোহাগ।

: তাহলে বলছনা কেন? প্রশ্ন করে ছোট মামা।

: বলছি, শালবনে কয়েকটা পাহাড় পরে এক পাহাড়ের উপর একটা মাজার আছে। আমি আম্মু ও সুমন কাকা একদিন সেই মাজারে গিয়েছিলাম। দুই বছর আগে ওইখানে আমাদের স্কুল থেকে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। পিকনিক করতে যায়। মাজারের দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে খুব গভীরে। সবাই ওই রাস্তাকে ভুতের রাস্তা বলে। কারণ এই রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে নাকি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেনা। দুই দিন পর দেখা যায় তাদের লাশ রাস্তায় পরে থাকে। তো একবার পাঁচজন ছাত্র পাঁচটা লোহা নিয়ে বলে-ঐ রাস্তায় নাকি ভূত থাকে। আয় দেখে আসি। এই বলে তারা ঐ রাস্তায় নেমে পড়ে। পরে আর তাদের খুজে পায়নি। দুই দিন পর তাদের লাশ পরে থাকতে দেখা যায়। ওই রাস্তায়। পুলিশ ওদের ময়না তদন্ত করে। রিপোর্টে কোন চিহ্ন বা সন্দেহভাজন কিছু ধরা পরে নি। শুধু এইটুকু নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে তাদের শরীররে কোন রক্ত নেই। যার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সবাই আগা গোড়া না ভেবে বলে বসে রক্ত সব ভূতে চুষে নিয়েছে। আমি সেদিন ভাবলাম ভূত বলতে তো কিছুই নেই। তবে কি এটা মানুষের কাজ। আমার তখন জানতে খুব ইচ্ছা হলো। তাই ওই রাস্তা দিয়ে ভিতরে হাটা ধরে। পাঁচ মিনিট হাটার পর হঠাৎ থমকে দাড়াই একটা শব্দ শুনে। ......চলবে

সংকলক: জে,এম,কামরুজ্জামান
(সিনিয়র রোভার মেট, মুন্সীগঞ্জ ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ)

বাংলা চলচ্চিত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

বলা হয়ে থাকে চলচ্চিত্র মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। চলচ্চিত্র সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ধারকও বটে। তাই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণে মুক্তিযুদ্ধ বরাবরই আকর্ষণীয় একটি বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের ইতিহাসকে ধরে রাখতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের শুরু পাকিস্তান আমল থেকেই। তবে স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গল্প বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে যোগ করে ভিন্ন এক মাত্রা।

চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

স্বাধীনতার পর পর ১৯৭২ সাল থেকেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ছিলো 'ওরা ১১ জন', যার পরিচালক ছিলেন প্রখ্যাত নির্মাতা চাষী নজরুল ইসলাম। এই ছবির অধিকাংশ কলাকুশলীই ছিলেন সদ্য মুক্তিযুদ্ধফেরত বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছবিটির কাহিনীছিলো মূলত ১৯৭১ সালে ১১ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে গঠিত গেরিলাদলের পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানকে কেন্দ্র করে। এই এগারোজনের দশজনই বাস্তবের মুক্তিযোদ্ধা, যারা পেশাদার অভিনয় শিল্পী ছিলেন না। এছাড়াও এই বছরে আরও তিনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়- সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', মমতাজ আলীর 'রক্তাক্ত বাংলা' এবং আনন্দের 'বাঘা বাঙালি'।

১৯৭২ সালের ৮ নভেম্বর মুক্তি পায় সুভাষ দত্তের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী'। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং প্রতিবাদে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এই চলচ্চিত্র নির্মিত। যুদ্ধশিশুর মত বিষয় বেশ গুরুত্বের সাথে ফুটে উঠেছে এই চলচ্চিত্রে। মমতাজ আলীর পরিচালনায় 'রক্তাক্ত বাংলা' এবং আনন্দ-র পরিচালনায় 'বাঘা বাঙালী' ছবি দুটো মুক্তি পায় ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। তবে দুটি ছবিই সমালোচিত হয়েছিল অ্যাকশন দৃশ্য আর মোটা দাগে ধর্ষণের দৃশ্য চিত্রায়ণের কারণে।

১৯৭৩ সালে মুক্তি পায় আলমগীর কবির পরিচালিত 'ধীরে বহে মেঘনা', আলমগীর কুমকুম পরিচালিত 'আমার জন্মভূমি' এবং খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'আবার তোরা মানুষ হ'। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তিনটি চলচ্চিত্র- চাষী নজরুল ইসলামের 'সংগ্রাম', আনন্দের 'কার হাসি কে হাসে' এবং নারায়ন ঘোষ মিতার 'আলোর মিছিল'। 'আলোর মিছিল' ছবিটির মাধ্যমে ঢাকার চলচ্চিত্রে নাম লেখান কালজয়ী অভিনেতা ফারুক। ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় হারুনুর রশিদ পরিচালিত 'মেঘের অনেক রং' ছবিটি, যা প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসরে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার লাভ করে।

মাঝে বিরতি

মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং অস্থিরতার কারণে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তেমন কোন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। তবে এসময় তরুণ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যা সমালোচকদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। এসব স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মোরশেদুল ইসলাম এর 'আগামী' (১৯৮৪) ও 'সূচনা' (১৯৮৮), আলমগীর কবীর এর 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' (১৯৮৫), আবু সায়ীদ এর 'ধূসরযাত্রা' (১৯৯২) ইত্যাদি।

আবার যাত্রা শুরু

নব্বই দশক থেকে আবারো পুরো দমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ। এই দশকের উলেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র গুলোর মধ্যে রয়েছে- আগুনের পরশমণি (১৯৯৪)- হুমায়ূন আহমেদ, মুক্তির গান (১৯৯৫)- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ, এখনো অনেক রাত (১৯৯৭)- খান আতাউর রহমান, হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৯৭)- চাষী নজরুল ইসলাম, মুক্তির কথা (১৯৯৯)- তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ ইত্যাদি। ১৯৯৪ সালে আগুনের পরশমণি ছিলো প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। অন্যদিকে তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মিত 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি ছিলো মূলত একটি প্রামাণ্যচিত্র যা ১৯৭১ সালে মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা লেয়ার লেভিন এর ধারণ করা ফুটেজ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের গল্প অবলম্বনে ১৯৯৭ সালে চাষী নজরুল ইসলাম নির্মাণ করেন 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' চলচ্চিত্রটি, যা সর্বস্তরের দর্শকের কাছ থেকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

একুশ শতকেও থেমে থাকেনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা। তৌকীর আহমেদের 'জয়যাত্রা', হুমায়ূন আহমেদের 'শ্যামলছায়া', তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না', চাষী নজরুল ইসলামের 'ধ্রুবতারা' ও 'মেঘের পর মেঘ', মোরশেদুল ইসলামের 'খেলাঘর', 'আমার বন্ধু রাশেদ' ও 'অনিল বাগচীর একদিন', তানভীর মোকাম্মেলের 'রাবেয়া' ও 'জীবন ঢুলী', নাসিরউদ্দীন ইউসুফের 'গেরিলা', জাহিদুর রহিম অঞ্জনের 'মেঘমলার', আরেফিনের 'ভুবন মাঝি' ইত্যাদি একুশ শতকে নির্মিত উলেখযোগ্য কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। এর মধ্যে 'জয়যাত্রা', 'গেরিলা' এবং 'অনিল বাগচির একদিন' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নাসিরউদ্দিন ইউসুফ পরিচালিত 'গেরিলা' চলচ্চিত্রটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করে এবং ১৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১১-এ নেটপ্যাক পুরস্কার অর্জন করে বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গণে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

একুশ শতকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তথ্যচিত্রও নির্মিত হয়েছে অনেক। তার মধ্যে কাওসার চৌধুরীর 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি' (২০০২), তানভীর মোকাম্মেল-এর 'স্মৃতি ৭১' (২০০৪), 'তাজউদ্দীন: নিঃসঙ্গ সারথি' (২০০৭), '১৯৭১' (২০১১), অশোক কর্মকার ও মানজারে হাসীন-এর 'কালরাত্রি' (২০০৭) উলেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র:

১. "মুক্তিযুদ্ধের যত চলচ্চিত্র", দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রকাশের তারিখ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭।
২. "আমাদের যুদ্ধের ছবি" , দৈনিক সমকাল, প্রকাশের তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৭।
৩.উইকিপিডিয়া
৪.বাংলাপিডিয়া
৫.ইন্টারনেট
ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

■ সংকলন: রোভার মৃত্যুঞ্জয় দাশ প্রবাল,
সরকারী তিতুমীর কলেজ রোভার স্কাউট ইউনিট,
ঢাকা জেলা রোভার ।

অগ্রদূত প্রকাশনার ৬৩ বছর

জাতীয় শিশু দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

জাতীয় শিশু দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে ২৫ মার্চ জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ জনাব মো. আবদুস সালাম খান। কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করে কাব স্কাউট নাজিবা নূর রুবাইয়া, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাবদল, দেশাত্মবোধক গানে প্রথম স্থান অধিকার করে নৌ স্কাউট তানজিলা আক্তার, উত্তর কাফরুল মাধ্যমিক বিদ্যালয় নৌ স্কাউট দল এবং উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রোভার স্কাউট মোঃ রাকিবুল হাসান, ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ।

জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্পেশাল ইভেন্টস বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস্ হলে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং বিকেল ০৫.০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেশাল ইভেন্টস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। জাতীয় প্রতিভা অন্বেষণের কবিতা আবৃত্তি, সংগীত, যন্ত্র সংগীত, চিত্রাংকন, কেরাত, মুকাভিনয় ও নৃত্য এই ৭টি বিষয়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের ১৩টি অঞ্চলের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। প্রতি অঞ্চলের প্রতিটি বিষয়ে প্রথম স্থান অর্জনকারী কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ শেষে স্কাউটদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

“Higher Course On Digitally Story Telling Thorugh Videography”

রোভার, গার্ল-ইন-রোভার ও এডাল্ট লিডারদের ভিডিওর মাধ্যমে স্কাউটিং এর গল্প বলতে শেখানোই ছিলো “Higher Course On Digitally Story Telling Thorugh Videography” শীর্ষক কোর্সের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট সদর দফতরে এই কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মোকাদ্দিস। সার্বিক তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করেন জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের উপ পরিচালক মো. মশিউর রহমান। কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের ভিডিওগ্রাফীর সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা, ফ্রেমিং, কম্পোজিশন, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ডকুমেন্টারি তৈরী, ক্যামেরা অপারেশন টেকনিক, প্রযোজনা, ভিডিও এডিটিং ও লাইটিংসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত হাতে কলমে শেখানো হয়। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মিডিয়া কর্মী, নাট্যজন ও ডকুমেন্টরী ফিল্ম মেকার জনাব কাওসার চৌধুরী, জনাব মাহবুবুল আলম তারু। ক্যামেরা অপারেশন ও লাইটিং বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন জনাব এহসান খান, জনাব নুরুল আলম রাজু এবং এডিটিং বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব মোঃ আরমান হোসেন, জনাব এনামুল হাসান কাওসার।

> দেখবার জন্য আমাদের চোখের যেমন আলোর প্রয়োজন,
> ঠিক তেমনি কোনো প্রত্যয় অর্জন করবার জন্য আমাদের ভাবনার প্রয়োজন
> – নিকোলাস খালব্রাঁশ

বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

গত ২৪-২৫ জানুয়ারী, ২০১৮ সোনাগাজী সোনাপুর উচ্চ বিদ্যালয় এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ফেনী জেলার অন্যতম মুক্ত স্কাউট গ্রুপ "বন্ধন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ফেনী" এর বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান। ২৪শে জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ ঘটিকায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এর মাধ্যমে দীক্ষা ক্যাম্প এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সিনিয়র রোভার মেট তন্ময় রায় এর সঞ্চালনায় ও বন্ধন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এর সহ-সভাপতি জনাব শেখ আবদুল হান্নান এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব শরিয়ত উলাহ , কমিশনার - সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মাসুম বিল্লাহ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব খুরশিদ আলম, সম্পাদক - সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস , বাবু সুনীল চন্দ্র রায় (সি.এ.এল.টি), সহ-সভাপতি, সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটস, জনাব বেলাল হোসেন (এ.এল.টি), প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, বন্ধন মুক্ত স্কাউট গ্রুপ। তাঁবুবাসের বিভিন্ন কার্যক্রম, রোমাঞ্চকর হাইকিং ও ভিজিল পাঠের পর ২৫ শে জানুয়ারি রোজ শুক্রবার দীক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এক জমকালো তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সোনাগাজী উপজেলার সম্মানিত নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সোহেল পারভেজ। গ্রুপ সম্পাদক জনাব বেলাল হোসেন (এ.এল.টি.) এর সঞ্চালনায় ও সোনাগাজী পৌরসভার মেয়র ও গ্রুপ এর সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম খোকন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাসুম বিল্লাহ , সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব জয়নাল আবেদীন, সম্পাদক, ফেনী জেলা রোভার, জনাব ফরিদ আহম্মদ (এল.টি.), সম্পাদক, ফেনী জেলা স্কাউটস, মোতাহের হোসেন ইমরান, বাবু সুনীল চন্দ্র রায় সহ প্রমুখ। উক্ত "বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান" এ ১৬ জন রোভার ও ১২ জন স্কাউট দীক্ষা গ্রহন করে।

■ খবর প্রেরক: তন্ময় রায়।
অগ্রদূত ফেনী জেলা প্রতিনিধি।

'স্কাউট ও গার্ল গাইড সপ্তাহ ২০১৯' অনুষ্ঠিত

"নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে স্কাউটিং" এই স্লোগানকে সামনে রেখে যশোর শিক্ষাবোর্ড সরকারি মডেল স্কুল ও কলেজ স্কাউট গ্রুপ আয়োজিত গত ১৯ই জানুয়ারি হতে ২৪ই জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী 'স্কাউট ও গার্ল গাইড সপ্তাহ ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্কাউট সপ্তাহে ১১১ জন কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট এবং ৯৬ জন গাইড সদস্য অংশগ্রহণ করে।

১৯ই জানুয়ারি শনিবার বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে স্কাউট সপ্তাহের উদ্বোধন করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও গ্রুপের সভাপতি লে. কর্নেল মোঃ মহিবুল আকবর মজুমদার। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উক্ত গ্রুপের স্কাউট লিডার ও গাইড লিডারবৃন্দ।

পরবর্তীতে স্কাউটদের উপদল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন, তাঁবু বন্টন করা হয়। ৬ দিন ব্যাপি স্কাউট সপ্তাহে স্কাউটরা স্কাউটিং এর ইতিহাস, বাংলাদেশে স্কাউটিং, তাঁবু কলা, বিপি পিটি, পাওনিয়ারিং, ব্যান্ডেজ, বাশিঁর ডাক, হস্ত সংকেত, প্যাক মিটিং, ট্রুপ মিটিং ও ক্রু মিটিং পরিচালনা করা হয়।

স্কাউটিং আন্দোলনকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধশীল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও গ্রুপ সভাপতি লে. কর্নেল মোঃ মহিবুল আকবর মজুমদারের নেতৃত্বে ২৩শে জানুয়ারি সকালে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা (হাইকিং) ও সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ১১১ জন স্কাউট সদস্য ও ১০ জন লিডার অংশগ্রহণ করেন। হাইকিং এ স্কাউট সদস্যরা সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। তারা পার্শ্ববর্তী একটি প্রাইমারি স্কুলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

২৪শে জানুয়ারি সকাল ১০ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দিন ব্যাপি স্কাউট সপ্তাহের সমাপনী হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশন যশোর জেলার কমিশনার এলিজা শরমিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস যশোর জেলার কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুর রহমান খান, সহকারি লিডার ট্রেনার। জেলা স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সমীর রঞ্জন রাহুত, লিডার ট্রেনার। বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশন যশোর জেলা সচিব চাঁদ সুলতানা। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গ্রুপ সভাপতি লে. কর্নেল মোঃ মহিবুল আকবর মজুমদার। অতিথিবৃন্দ স্কাউটদের তাঁবুসমূহ পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহনকারী সকল স্কাউট ও গাইড সদস্যদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়। অবশেষে তাঁবু জলসার মধ্য দিয়ে স্কাউট সপ্তাহের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: আবু সালেহ মোঃ জুবায়ের
সিনিয়র রোভার মেট
যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ

রংপুর ও কুড়িগ্রামে সভাপতির ভ্রমণ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ০৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এর কুড়িগ্রাম ও রংপুর জেলা স্কাউটস এর বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার স্কাউটসের কর্মকর্তাগণের সাথে মতবিনিময় সভা করেন। সভায় তিনি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং বাস্তবায়ন হয় এবং মনিটরিং করার বিষয়ে উপস্থিত স্কাউটারগণকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য তিনি কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলাকে ধন্যবাদ জানান।

১০ ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষ, রংপুরে বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৬ ব্যাচের কর্মকর্তাদের স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। কোর্সে আরো উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি), জেলা প্রশাসক রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলা এবং কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল। কোর্সে ০৫ জন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ৪২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল।

দিনাজপুর অঞ্চলে ৭২তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালনায় নবাবগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় গত ৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দাউদপুর ডিগ্রী কলেজ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হয় ৭২ তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স।

আগামী ২৬ মার্চ ২০১৯ইং তারিখে দিনাজপুর জেলাকে শতভাগ স্কাউট জেলা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয় এর নির্দেশে কোর্সে অংশগ্রহণ করে নবাবগঞ্জ উপজেলার ৩০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রেরিত শিক্ষকগণ ও রোভার সহ মোট ৩৬ জন। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মশিউর রহমান কোর্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে দিনাজপুর অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ আব্দুল মোন্নাফ প্রশিক্ষনার্থীদের স্বাগত জানান এবং আন্তরিকতার সহিত সেশনে মনোনিবেশ করার আহবান জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোর্স লিডার মোঃ আমিনুল ইসলাম সহ প্রশিক্ষক ও কোর্স স্টাফবৃন্দ।

৯ ফেব্রুয়ারি যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় মহা তাঁবু জলসা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মশিউর রহমান। তিনি অগ্নি প্রজ্জলনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার (প্রশিক্ষণ) মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম, দিনাজপুর অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ আব্দুল মোন্নাফ, দাউদপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ বেলাল হোসেন, নবাবগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস এর নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ,কোর্স লিডার,প্রশিক্ষক, কোর্স স্টাফ সহ প্রশিক্ষনার্থী বৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল প্রশিক্ষনার্থীদের আগামী এক মাসের মধ্য প্রত্যেক স্কুলে দল গঠনের নির্দেশনা দেন।

১০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩ টায় দীক্ষা প্রদান শেষে সামিং আপ ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়। নবাগত লিডারদের স্বাগত জানিয়ে স্কাউটিং আন্দোলন কে বেগবান করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কাজ করার জন্য আহবান জানান এবং পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স লিডার।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কাউন্সিলের ২৩তম বার্ষিক (ত্রৈ-বাষিক) সাধারণ সভা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, বৃহস্পতিবার, আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোলাপগঞ্জ, সিলেটে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি স্কাউটদের মধ্যে মানবিক গুণাবলির পাশাপাশি নৈতিক মানসম্পন্ন মানুষ হওয়ার শিক্ষা প্রসারের আহবান জানান। তিনি বলেন, "স্কাউটিং দক্ষ নেতা সৃষ্টি করে। আর দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্বই স্কাউটিং কার্যক্রম গতিশীল করতে পারে।" বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সহ-সভাপতি প্রবীণ স্কাউটার এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আঞ্চলিক কোষাধ্যক্ষ স.ব.ম দানিয়ালের সঞ্চালনায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস। আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, লক্ষণাবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নছিরুল হক শাহীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সন্দীপ কুমার সিংহ, গোলাপগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মামুনুর রহমান। স্কাউটার মোহাম্মদ মোঃ ময়ুব আলীর কোরআন তেলাওয়াত, প্রমথ সরকারের গীতা পাঠ ও রতন কুমার চাকমার ত্রিপিটক পাঠের মাধ্যমে সূচীত কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউট সিলেট অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম। উদ্বোধন পর্ব শেষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড (রৌপ্য ব্যাঘ্র) প্রাপ্ত আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার ও ২য় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড (রৌপ্য ইলিশ) প্রাপ্ত সাবেক আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেঃ ও মূল্যাঃ) ইসমাইল আলী বাচ্চুর হাতে ক্রেস্ট এবং শ্রেষ্ঠ প্যাক মিটিং বাস্তবায়নকারীদের হাতে সনদ ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন প্রধান অতিথি।

মুবিন আহমদ জায়গীরদার
আঞ্চলিক কমিশনার
সিলেট অঞ্চল

মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত)
আঞ্চলিক সম্পাদক
সিলেট অঞ্চল

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ৫জন সহ-সভাপতি পদে যথাক্রমে উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্ত, সিলেট অঞ্চল, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগ, সিলেট, এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী, বিরাজ মাধব চক্রবর্ত্তী মানস ও মঞ্জুর কাদির শাফি এলিম, কমিশনার পদে মুবিন আহমদ জায়গীরদার (সুপারিশকৃত), কোষাধ্যক্ষ পদে স.ব.ম দানিয়াল, সম্পাদক পদে মোঃ মহিউল ইসলাম (মুমিত), যুগ্ম সম্পাদক পদে ইসমাইল আলী বাচ্চু, আঞ্চলিক প্রতিনিধি পদে ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলর প্রতিনিধি পদে মোঃ শমশের আলী ও সৈয়দ আব্দুল মুনিম রিমন এবং লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি পদে আব্দুল আজিজ এলটি ও বদরুন নাহার এলটিকে মনোনীত করা হয়। কাউন্সিলে সিলেট অঞ্চলের জেলা সম্পাদক, কমিশনার ও কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

■ খবর প্রেরক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপত্র 'অগ্রদূত'র
সিলেট প্রতিনিধি

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। তারপর অন্যকে অনুশাসন কর।
নিজে নিয়ন্ত্রিত হলে অন্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন।
– গৌতম বুদ্ধ

পদব্রজে ১৫০ কিলোমিটার

রোভারদের পারদর্শিতা ব্যাজগুলোর অন্যতম "পরিভ্রমণকারী ব্যাজ"। আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে আমরা জানুয়ারি মাসেই পরিভ্রমণের তারিখ নির্বাচন করি। এজন্য আমরা আগে থেকেই আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। মনে কিছুটা ভয় সঞ্চার হচ্ছিল ১৫০ কিলোমিটার কথা শুনে। তবুও রোমাঞ্চ কাজ করছিল। আমরা ৩ জন সিনিয়র রোভার মেট ফয়সাল আলম খান দলনেতা, আমি পর্যবেক্ষক, কাজী মাসুদ আল হাসান দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করি। আমাদের সমাজ সচেতনতামূলক ৩টি শ্লোগান ছিল "গাছ লাগাই পরিবেশ বাঁচাই", "দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়ুন", এবং "মাদককে না বলি"। উক্ত শ্লোগানগুলো বর্তমান সমাজের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। অনেকেই আমাদের শোগান গুলো নিয়ে আলোচনা করছিল। ২৫-২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ ছিল আমাদের পরিভ্রমণের সময়। এজন্য আমরা পূর্বের দিন গ্রুপের সভাপতি, সম্পাদকসহ রোভার স্কাউট লিডারদের সাথে সাক্ষাত করে নরসিংদীর বাস ধরে বিকালে নরসিংদী ইউএনওর সাথে সাক্ষাত করে রাত্রিযাপন করি সার্কিট হাউজে। পরের দিন সকাল থেকে আমাদের হাঁটা শুরু। প্রথম দিন আমরা ৩৩ কিলোমিটার অতিক্রম করি। প্রথম দিন খুব মজা করে হাঁটতে থাকি কিন্তু পরের দিন পায়ে ভীষণ ব্যথা অনুভব করি। যদিও আমাদের সাথে প্রয়োজনীয় ঔষধ ছিল। যাহোক, হাঁটতে তো হবেই এই জেদ মনে ধারণ করে বাকীপথ চলি। পথিমধ্যে আমরা অনেক উল্লেখযোগ্য স্থান দেখতে পাই যা ছিল আমাদের জন্য তথ্যবহুল। যেহুতু আমাদের গন্তব্য ছিল মৌলভীবাজার, তাই আমরা ঢাকা-সিলেট রোড ধরে হাঁটছিলাম। ব্যস্ত রাস্তা হওয়ায় আমাদের জন্য হাঁটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। রাস্তার চারপাশে কাঁচের টুকরো দেখেই বুঝা যায় কত দুর্ঘটনা ঘটেছে। পথিমধ্যে আমরাও কিছু দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি যা ছিল আমাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। এভাবে আমরা ২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন শেষ করি নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সাথে সাথে ব্রহ্মপুত্র নদ, দুর্জয় ভৈরব, মেঘনা সেতু, তিতাস নদী, মুক্তিযুদ্ধ গোল চত্তর, নোয়াপাড়া চা বাগান, খোয়াই ব্রীজ, আমতলী চা বাগান, সাতগাঁও চা বাগান, চা কন্যা ভাস্কর্য, বাইক্কা বিল ও লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেখতে পাই। ২৫ তারিখ আমরা মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে আমাদের পরিভ্রমণ শেষ করি। আমরা ৩ জন সমমনা হওয়াতে পরিভ্রমণটা আমাদের জন্য সহজ ও মজাদার ছিল। এভাবেই আমরা আমাদের পরিভ্রমণ সফলতার সাথে শেষ করি।

■ মোঃ আব্দুস সালাম
সিনিয়র রোভার মেট, ঢাবি

দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল ব্যবহার সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ প্রদান

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ০৪-০২-২০১৯ খ্রীঃ তারিখে সোমবার ১ম বারের মত অনুষ্ঠিত হল অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল ব্যবহার সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ।

উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম-সম্পাদক খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার চিরিরবন্দর মঞ্জুরুল হক,দিনাজপুর জেলা রোভারের কমিশনার সাইফউদ্দীন আকতার, সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোজাহার আলি, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রফিকুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষন সকল ইউনিটের রোভার স্কাউট লিডার ও সিনিয়র রোভার মেটদেরকে নিয়ে ০৫ জন প্রশিক্ষকের আওতায় মোট ৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নেন।

উক্ত কোর্সে অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দিনাজপুরে ইয়ুথ ফোরাম ও উপস্থিত বক্তৃতা কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ০৫-০২-২০১৯ রোজ মঙ্গলবার ৪র্থ বারের মত অনুষ্ঠিত হল ইয়ুথ ফোরাম ও উপস্থিত বক্তৃতা কোর্স।

উক্ত কোর্সে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, কোষাধ্যক্ষ মোঃমোজাহার আলি, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রফিকুল ইসলাম। উক্ত কোর্সে ৫ জন প্রশিক্ষকের আওতায় মোট ৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নেয়।

উক্ত কোর্সে ইয়ুথ ফোরাম ও উপস্থিত বক্তৃতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দিনাজপুর সরকারি কলেজে ২৩৮ তম রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯খ্রি. রোজ বুধবার দিনাজপুর সরকারি কলেজে ২৩৮ তম (১০ম দিনাজপুর জেলা) রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভার কমিশনার জনাব সাইফুদ্দীন আক্তার, বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভার সম্পাদক আলহাজ্ব মো: জহুরুল হক, বুলিয়া বাজার কলেজের অধ্যক্ষ নাজমা শিরিন, রোভার স্কাউট লিডার এ.কে.এম আল আব্দুলাহ (দিনাজপুর সরকারি কলেজ), প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন অধ্যক্ষ দিনাজপুর সরকারি কলেজ, বিশেষ অতিথি জনাব মো: মঞ্জুরুল হক, (মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর কোর্স পরিচালক দায়িত্ব পালন

করেন খান মইনুদ্দীন আল মাহমুদ সোহেল (এল টি) যুগ্ম-সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী লিডার টেইনার ও বগুড়া জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক আরিফুর রেজা,নাটর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক আক্রামুজ্জামান, দিনাজপুর জেলা রোভার লিডার মো: রফিকুল ইসলাম, জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি শামিম আহমেদ।

উক্ত কোর্সে চল্লিশজন (৪০) প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহন করেন।

দিনাজপুরে বিপি দিবস উদ্‌যাপিত

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ১৬২ তম জন্ম বার্ষিকী ও স্কাউট দিবস-২০১৯ উপলক্ষে আজকে শুক্রবার শোভাযাত্রা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলা স্কাউটস ভবনের সামনে থেকে কাব, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও জেলা স্কাউটসের কর্মকর্তাদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। সেখানে বিপির জন্ম দিনের কেক কেটে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটসের কমিশনার মাতলুবুল মামুন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফিরোজুল আলম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জয়নাল আবেদিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বজলুর রশিদ (শিক্ষা ও আইসিটি) জেলা রোভার স্কাউটসের সম্পাদক জহুরুল হক, জেলা স্কাউট সম্পাদক আনিসুজ্জামান মিলন।

বিপির জন্ম দিবস পালনের অংশ হিসাবে সাড়ে তিন শতাধিক কাব, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট/রোভার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও হাজী মোহাম্মদ দানেশ - এর কবর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "দিনাজপুরকে ভিক্ষুক মুক্ত এবং সতভাগ সাক্ষরতা জেলা গড়তে এবং দক্ষ ও সুনাগরিক তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে স্কাউট আন্দোলন। তাই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্কাউট দল গঠন নিশ্চিত করতে হবে আগামী ২৬ মার্চ এর মধ্যে।"

দিনাজপুর সরকারি কলেজে ৩১৪ তম রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ১৫-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯খ্রি. দিনাজপুর সরকারি কলেজে ৩১৪ তম (৬ষ্ঠ দিনাজপুর জেলা) রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে মহা তাঁবু জলসায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভার কমিশনার জনাব সাইফুদ্দীন আক্তার, বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভার সম্পাদক আলহাজ্ব মো: জহুরুল হক, দিনাজপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, বুলিয়া বাজার কলেজের অধ্যক্ষ নাজমা শিরিন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের পরিচালক জনাব আব্দুর রশিদ, জনাব মো: মঞ্জুরুল হক,(মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর) দিনাজপুর জেলা স্কাউটসের কমিশনার মাতলুবুল মামুন এবং সম্পাদক আনিসুজ্জামান মিলন, কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকরেন খান মইনুদ্দীন আল মাহমুদ সোহেল (এলটি) যুগ্ম-উসম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী লিডার টেইনার আব্দুল ওয়াদুদ, বগুড়া জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক আরিফুর রেজা,নাসিম আলম সম্পাদক নওগাঁ জেলা রোভার, নাটর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক আক্রামুজ্জামান,দিনাজপুর জেলা রোভার লিডার মো: রফিকুল ইসলাম, দিনাজপুর জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক হাসান আলি, বগুড়া পলিটেকনিকের রোভার লিডার নুরুদ্দীন মোহাম্মদ আলমগীর।

উক্ত কোর্সে ৩২ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহন করেন।

■ খবর প্রেরক: শামিম আহমেদ
দিনাজপুর সংবাদাতা

বাংলাদেশ স্কাউটস মৌলভীবাজার জেলা রোভারের আয়োজনে দিনব্যাপী অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন

মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশ স্কাউটস মৌলভীবাজার জেলা রোভারের আয়োজনে দিনব্যাপী অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সকাল ১০.৩০ মিনিটে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ আইসিটি ল্যাবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভীবাজার জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ ফজলুল আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজার জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব রেজাউল করিম। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মৌলভীবাজার জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউট লিডার, সিনিয়র মেট ও প্রশিক্ষণ স্তরের রোভারসহ সর্বমোট ৯১ জন উপস্থিত ছিলেন। জেলা এডমিন জনাব বিজন চন্দ্র দেবনাথ ও আরিফুল ইসলাম, জেলা রোভারের সম্পাদক রেজাউল করিমের সার্বিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় দ্রুত সময়ের মধ্যে জেলার সকল ইউনিটের অনলাইন ডাটাবেজ সম্পন্ন করতে সকল গ্রুপ এডমিন কে বিশেষ ভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

■ খবর প্রেরক: নিজস্ব প্রতিনিধি
মৌলভীবাজার জেলা

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

স্কাউট তাসফিয় আহমেদ
ইন্টারন্যাশনাল স্কুল স্কাউট গ্রুপ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দপুর, রেলওয়ে জেলা

কাব স্কাউট ফাহিম হোসেন
রাঙামাটি ওপেন স্কাউট গ্রুপ

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 03, March 2019

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Sarwar Mohammad Shahriar, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578